داخلي

ردمك

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর,অতঃপর শত শত শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ , তাঁর সাহাবাবর্গ ও পরিবার বর্গের উপর ।

আল্লাহ আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন, এটি ইসলাম ধর্মের সর্ব শ্রেষ্ঠ আমল,যা আদায় না করলে মুসলিম থাকা যায় না,সঠিকভাবে আদায় না করলে গৃহীতও হয় না। সেই জন্য নামাযকে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। নামাযে যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে নিশ্চয় তা সংশোধন করতে হবে, তার একমাত্র পথ হচ্ছে সহু সিজদা।

আল্লাহর অশেষ রহমতে পুস্তকটি অুনবাদ করতে সক্ষম হয়েছি, সংশোধনের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন শায়েখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী। লেখক তাঁর পুস্তকে সহু সিজদার সুন্দর আলোচনা করেছেন। কখন কি ভাবে সহু সিজদা করতে হবে তার সব দিক বর্ণনা করেছেন। আমার আশা নামাযে ভুলকারী এই পুস্তক থেকে ইনশাআল্লাহ উপকৃত হবেন। তাই সকল মুসুল্লী ভাইদের এই পুস্তকটি পড়া আবশ্যক মনে করি। যাতে তাঁদের সকলের নামায ত্রুটি মুক্ত হয় এবং আল্লাহর নিকটে গৃহীত হয়। হে আল্লাহ তুমি লেখক এবং যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে উত্তম সওয়াব দান করো। আমীন!

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক আল-ফাইযী

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতি পালকের। যিনি জ্ঞান ও জ্ঞানীদের মর্যাদা উচ্চ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সর্বকালীন রব আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা,রাসূল এবং আমানতদার নবী,তাঁর উপর,তাঁর সকল সাহাবার উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পথের পথিকদের উপরেও। আম্মা বা'দ;

এটি (যাদুল মুসতাকনা') গ্রন্থের সহু সিজদার ভাষ্য, যা আমি আভার আ-লে গালীযের মাসজিদে আমার ছাত্রদের পড়িয়েছি। ছাত্রগণ এটি জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করে যাতে তারা তা থেকে উপকৃত হন, জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান কেন্দ্র হয়। তাদের জ্ঞান প্রকাশের ইচ্ছা এবং কল্যাণ বিকাশের আগ্রহ দেখে অনুরোধ গ্রহণ করি। নিশ্চয় সহু সিজদার পাঠ মসলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি এ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে সংক্ষিপ্তাকারে লেখেছি। যাতে এটি তার জন্য সহজ মারজা বা সহায়িকা হয়, যে সহজ এবং সংক্ষিপ্তাকারে পেতে চায়। প্রয়োজন মত আমার সাধ্য অনুযায়ী এটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। খামীস মশীতে মুআস্সাসাহ আল-হারামাইনে আল-খাইরিয়াহর খরচে এটি ছাপানোর জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। প্রার্থনা করছি আল্লাহ তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দিন, ঐসংস্থা যেখানে উপস্থিত থাকুক বরকতময় করুন। আল্লাহর নিকটে আরও প্রার্থনা করছি তিনি লেখক,পাঠক এবং শ্রবণকারীকে এ থেকে উপকৃত করেন,এ কর্মটি সদকায়ে জারিয়া করেন এবং এককভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করেন। ওয়া সল্লাল্লাহু আলা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আ-লিহি অসাহ-বিহি আজমাঈন।

আল্লাহর মুখাপেক্ষী লেখক
সা'দ বিন সায়ীদ আল হাজরী
২৩/৩/১৪২৩ হিঃ

باب سجود السهو

সহু সিজদার পাঠ

*"সহু"এর সংজ্ঞাঃ অজানতে কোন কিছু বর্জন করাকে আরবীতে "সহু" বলে। ওয়াস্‌সাহু আনিশশাই, অর্থাৎ, জেনে শুনে কোন কিছু বর্জন করা। "সহু" নিস্‌ইয়ান" "গাফলাহ" সব প্রতিশব্দ, এ গুলোর অর্থ, উপাস্য থেকে অন্তর গাফেল হওয়া।

* সিজদায়ে "সহু" এর সংজ্ঞা : নামাযীর নিজ নামাযে যে ত্রুটি সংঘটিত হয়, তার সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে সিজদা দুটি করা হয়, তাকে সিজদায়ে "সহু" বলে।

* সিজদায়ে "সহু" এর হিকমত:

১. শয়তানকে তুচ্ছ বা লজ্জিত করা কেননা সে-ই এ ভুল এবং ত্রুটির কারণ।

২. নামাযে যেত্রুটি হয়েছে সেটিকে সংশোধন করা।

৩. পরিপূর্ণ ভাবে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৪. আল্লাহ তা'আলার ত্রুটি বিহীন আনুগত্য।

নবী ﷺ এর ভুল হওয়ার পিছনে হিকমত

১. তিনি যে মানুষ ছিলেন তা নিশ্চিত করা, যাতে চরম পন্থীরা "রবুবিয়াহ এবং উলুহিয়া"এর মত আল্লাহর এই গুণে নবী ﷺকে গুণান্বতি করার সুযোগ না পায়। এই জন্য নবী ﷺ বলেছেন:

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني.(متفق عليه)

অর্থ, আমি তোমাদের মত মানুষ আমি ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি যখন ভুলে যাব তখন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। (বুখারী-মুসলিম)

২.নিজ বান্দার উপর আল্লাহর নে'য়ামত ও দ্বীনকে পূরণ করা যাতে করে তারা সিজদায়ে "সহু" এর বিধান পালনের মধ্য দিয়ে রাসূলের অনুসরণ করে।

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেছেন, নামাযে নবী ﷺ এর ভুলের পিছনে রয়েছে তাঁর উম্মাতের উপর নিজ নিয়ামত পরিপূর্ণ ও দ্বীনকে সম্পূর্ণ করার হিকমত। যাতে নবীজীর উম্মত সহু সিজদার বিধান পালনের মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করে, যা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

قوله: (يشرع لزيادة ونقص وشك)

অর্থাৎ,সহু সিজদা শরয়ী বিধান ভুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত কর্ম,ঘাটতি এবং সন্দেহের জন্য।

লেখক এখানে সহু সিজদার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

১. অতিরিক্ত কর্ম।

২. ঘাটতি কর্ম।

৩.সন্দেহ।

" يشرع" শব্দটিতে বুঝা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে সহু সিজদা কখনো ওয়াজিব আবার কখনো সুন্নাত হয়, যার বর্ণনা পরে আসবে।

"لامن عمد" (ইচ্ছাকৃত নয়) অর্থাৎ, ইচ্ছা করে কর্ম বেশী করলে সহু সিজদা চলবে না। এটি তিনটি কারণে:

১.সিজদা দু'টি সহু বা ভুলের জন্য। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين (مسلم وغيره)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ ভুল করলে দুটি সিজদা করবে (মুসলিম ইত্যাদি) তিনি আরো বলেন,

لكل سهو سجدتان (أبوداود، بسند حسن)

অর্থাৎ প্রতিটি ভুলের কারণে দুটি সিজদা। (আবুদাউদ সহীহ সানাদে)

২. সেটিকে ভুল সংশোধনীর জন্য শারয়ী বিধান ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় ভুলকারীর জন্য ওযর নেই, সুতরাং সে নামাযের মধ্যে সিজদা দ্বারা ভুল

সংশোধন করবে না, কারণ ভুলবশতঃ ত্রুটির জন্য সহু সিজদার বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. ভুলের জন্য মুকাল্লাফ (দায়িত্বশীল) কে ধরা হয় না। সুতরাং তার জন্য সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে,যাতে বান্দাগণ সতর্ক হন এবং ভুলে পতিত হওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। শাইখুল ইসলাম বলেন,ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যতীত প্রকৃত ভুলের জন্য সহু সিজদা শারয়ী বিধান ভুক্ত করা হয়েছে।

قوله: في الفروض والنافلة.

এটি মূল গ্রন্থকারের উক্তিঃ এখানে তিনি ঐ নামাযের কথা বলতে চেয়েছেন যে নামাযে সহু সিজদা শরীয়ত সম্মত, সেটি হলো নফল ও ফরয নামায। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইন্শাআল্লাহ সামনে গিয়ে তা বর্ণনা করা হবে। নফল নামাযে সহু সিজদার ফরয নামাযের বর্ণনার উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। কারণ সুন্নাত নামাযের কর্ম, কথা এবং চিত্র ফরয নামাযের মত। নফল নামাযে মুসুল্লী ভুল করলে তাতেও সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। শরীয়ত সম্মত নিয়মে মুসুল্লীর উপর সহু সিজদা ওয়াজিব। অন্যথায় তা বিদ্রুপ বলে পরিগণিত হবে।

ফরয ও নফল নামাযের কথা এই জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে জানাযার নামায বাদ পড়ে যায় কেননা জানাযা নামাযে সিজদাই নেই,সেই জন্য তাতে (ফরজ ও নফল নামাযে) তা (সহু সিজদা) উত্তম। অনুরূপ তিলাওয়াত ও সিজদায়ে শুকর,সহু সিজদার বিধান বহির্ভূত। যদি তাতে সহু সিজদার বিধান রাখা হত তাহলে মূলের উপর অতিরিক্ত কর্ম বলে বিবেচিত হত। কারণ তাতে মূলত একটি সিজদা আছে আর সহু সিজদা হচ্ছে দুটি। অনুরূপ সহু সিজদায় ভুল হলে তার সহু সিজদা নেই। কারণ তাতে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনে মনে কিছু উদভাসিত হলে সেটি ক্ষমাই (তাতে সহু সিজদা নেই) কারণ তা থেকে বাঁচা মুশকিল। রাসূল ﷺ বলেন,

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. (متفق عليه)

অর্থ, আমার উম্মতের মনে যা জাগে আল্লাহ তা ক্ষমা ঘোষণা করেছেন যতক্ষণ না তা কথায় ও কর্মে রূপদান করেছে ।

قوله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة.

অর্থাৎ যখন নামাযের মধ্যে কোন নামাযের শ্রেণীভুক্ত কর্ম অতিরিক্ত হবে। কোন কর্ম অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রকার। গ্রন্থকার (ফে'লান মিন জিনসিসসালাহ) অর্থাৎ নামাযের শ্রেণীভুক্ত কোন কর্ম,এ বাক্য দ্বারা ঐ সকল অতিরিক্ত কথা ও কর্ম বাদ দিতে চেয়েছেন যা সলাতের (নামাযের) শ্রেণীভুক্ত নয়।

قياما:

(কিয়াম) অর্থাৎ দাঁড়ানো, এটি নামাযে কোন কর্ম বেশী হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম প্রকার, অর্থাৎ বসার স্থানে না বসে দাঁড়িয়ে যাওয়া, যেমন, তাশাহ্হুদ না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা (قعودا) (বসা) এটি দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ বসার স্থানে না বসে দাঁড়ানো। যেমন সূরা ফাতেহা পাঠের সময় বসা অথচ সেটি দাঁড়ানোর সময়। (ركوعا) অথবা (রুকু), এটি তৃতীয় প্রকার,অর্থাৎ একই রাকাআতে দু'টি রুকু হয়ে যাওয়া, সূর্য গ্রহণের সলাত ব্যতীত,কারণ তাতে এক রাকাআতে দু'টি রুকু শরীয়ত সম্মত।

(سجودا) অথবা "সিজদা"এটি চতুর্থ প্রকার,অর্থাৎ এক রাকাআতে তিনটি সিজদা হয়ে যাওয়া।

قوله: عمدا بطلت:

অর্থাৎ ঐ সকল বর্ধিত কর্ম ইচ্ছা করে করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা শরীয়ত এর অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ বলেন,

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. (الحشر : ٧)

অর্থ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। (আল-হাশরঃ৭) রাসূল ﷺ বলেছেন,

صلوا كما رأيتموني أصلي. (البخاري)

অর্থাৎ, তোমরা ঐ ভাবে নামায পড় যে ভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো। (বুখারী) তিনি ﷺ বলেন,

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .(متفق عليه)

অর্থ,যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখাত। (বুখারী-মুসলিম) কেননা সে নামাযের নিয়ম বর্জন করল এবং তার চিত্র পরিবর্তন করল। আলেমগণ তার নামায বাতিল হওয়াতে একমত পোষণ করেছেন।

قوله: وسهوأ يسجد له.

অর্থাৎ,যদি তা ভুল বশতঃ হয় তাহলে তার জন্য সিজদা করতে হবে। "واو" অক্ষরটি আরবী ব্যাকরণ অনুপাতে "عمدا" শব্দের উপর আতফ (সংযোজক) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কিয়াম অথবা বৈঠক রুকু অথবা সিজদা যদি ভুল বশত: হয়ে যায় তাহলে নামায বাতিল হবে না কিন্তু তার জন্য সিজদাহ সহু ওয়াজিব হবে। এর প্রমাণে রাসূল ﷺ এর বাণী ও কর্ম বর্ণিত হয়েছে,ইবনে মাসউদের হাদীস রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. (مسلم)

অর্থ, যে ব্যক্তি কম অথবা বেশী করবে সে যেন দু'টি সিজদা করে। রাসূলের কর্ম থেকে এর প্রমাণ রয়েছে এবং ইবনে মাসউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল নামাযে কোন কিছু বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, না। তাঁরা বললেন আপনি পাঁচ রাকাআত নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি দু'টি সিজদা করলেন এবং বললেন,

إنما أنا بشرمثلكم أنسى كما تنسون.

অর্থ, আমি তোমাদের মত মানুষ আমি ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও।(মুসলিম)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, ভুলের সময় সহু সিজদা সুন্নত দ্বারা এবং মুসলিমদের ঐক্যমতে প্রমাণিত, অনুরূপ ভুলবশতঃ অতিরিক্ত কর্মেও সহু সিজদা করা যায় যদি তা বৈধ জ্ঞান করে থাকে।

وقوله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.

অর্থাৎ,যদি কেউ এক রাকাআত বেশী পড়ে ফেলে ও সালাম ফিরার পর জানতে পারে তাহলে সহু সিজদা করবে। লেখক এখানে পূর্ণ এক রাকাআত বৃদ্ধি হওয়ার কথা বলেছেন। যেমন,মুসুল্লী ফজরে তৃতীয় রাকাআত অথবা

মাগরিবে চতুর্থ রাকাআত অথবা যোহর-আসরে এবং এশার নামাযে পঞ্চম রাকাআত বেশী পড়ে ফেলল,জানতে পারল না,জানতে পারল সেই রাকাআতের পর অথবা নামায শেষ করার পর তাহলে তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এটি তার বিধান। সিজদা করবে সালাম ফিরার পর। অর্থাৎ তাশাহহুদ পূরণ করে সালাম ফিরবে,তারপর দুটি সিজদা করে সালাম ফিরবে। এর প্রমাণে সুন্নত বিদ্যমান এবং এর পিছনে যুক্তিও আছে। হাদীস থেকে দলীল,যেমন,আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীস তাঁরা বললেন,হে আল্লাহর রাসূল নামাযের মধ্যে কি কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, না। তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকাআত পড়েছেন। অতঃপর তিনি ফিরে যান এবং দু'টি সিজদা করেন এবং সালাম ফিরেন। এ হাদীসে সালাম ফিরার পর সিজদা প্রমাণিত হল। (মুসলিম)

সহু সিজদার স্থান যদি সালাম ফিরার পূর্বে হত তাহলে নবী ﷺ তা সতর্ক করে দিতেন বা বলে দিতেন।

যুক্তির দলীলঃ নামাযে বাড়তি কিছু হয়ে যাওয়াটা অতিরিক্ত কর্ম,সহু সিজদাও অতিরিক্ত কর্ম। সুতরাং সহু সিজদাহ সালাম ফিরার পরে হওয়াটা যুক্তি সংগত যাতে দু'টি বর্ধিত কর্ম নামাযে একত্রিত না হয়।

قوله : وإن علم فيها جلس في الحال.

অর্থাৎ, যদি জেনে যায় তা'হলে সেই অবস্থায় বসে যাবে। এটি ঐ অবস্থার কথা যখন মুসল্লী বাড়তি রাকাআতটি পড়ার সময় জেনে যাবে যে এটি অতিরিক্ত হচ্ছে, তখন (সে না দাঁড়িয়ে) বিনা তাকবীরে বসে যাবে। কারণ এ তাকবীরটি অতিরিক্ত এবং নামাযের আসল চিত্র পরিবর্তনকারী,তাই মুসুল্লী ঐ অতিরিক্ত তাকবীর না দিয়ে আসল নিয়মের উপর আমল করবে। মুসুল্লী যদি না বসে দাঁড়িয়ে যায় তা'হলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে, কারণ সে জেনে শুনে নামাযে অতিরিক্ত কর্ম করল।

قوله: فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.

অর্থাৎ,যদি তাশাহ্হুদ না করে থাকে তা'হলে তাশাহ্হুদ পড়ে সিজদা করে সালাম ফিরবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত রাকাআত সম্পাদন করার পূর্বে তাশাহহুদ না পড়ে থাকলে বসার পর তাশাহুদ পাঠ করবে। আর যদি তাশাহুদ পড়ে

থাকে তা'হলে বসে যাবে, তারপর সালাম ফিরবে, তারপর সহু সিজদা করে সালাম ফিরবে। এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। এটি ঐ মাযহাবের বিপরীত যাতে বলা হয়েছে সহু সিজদা হবে সালামের পূর্বে, কিন্তু নামায পূরণ করার পূর্বে সালাম ফিরে থাকলে সহু সিজদা হবে সালামের পর। তাশাহহুদ পাঠের পর কি অতিরিক্ত রাকাআত পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে? উত্তর হ্যাঁ, চার রাকাআতের পর মুসুল্লী সেটিকে তিন রাকাআত ধারণা করে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

মাসআলাঃ ফজরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তার বিধান কি?

উত্তরঃ তৃতীয় রাকাআতে গিয়ে কেরাত শুরু করার পর, অনুরূপ রুকুতে যাওয়ার পরও ফিরে যাবে (অর্থাৎ বসে যাবে) ও তাশাহহুদ পড়বে,সালাম ফিরবে, তারপর সহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরবে। এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত অথবা বসে তাশাহহুদ পাঠ করবে,সহু সিজদা করবে এবং সালাম ফিরবে। এটি একটি মাযহাব।

মাসআলাঃ সফরের অবস্থায় কসরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তার বিধান কি?

উত্তরঃ শুদ্ধ হচ্ছে, দাঁড়াবার সময় মনে পড়ে গেলে বসে যাবে, কারণ সে কেবল দু'রাকাআত নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়েছে, অতিরিক্ত পড়বে না। এ মতাবস্থায় সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে। এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করার মাযহাবও আছে। যদি চার রাকাআত পূরণ করে ফেলে তা'হলে নামাযের মূলের দিকে লক্ষ্য করে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ কসর হচ্ছে অনুমতি।

মাসআলাঃ রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য ভুল করে দাঁড়িয়ে গেলে তার বিধান কি? সে চার রাকাআত পূরণ করবে ? না কি আসল অবস্থায় ফিরে যাবে?

উত্তরঃ আসল অবস্থায় ফিরে যাবে। যদি ফিরে না যায় তাহলে নামাযে বাতিল হয়ে যাবে। নবী ﷺ বলেছেনঃ

صلاة اليل مثنى مثنى. (متفق عليه)

অর্থাৎ, রাতের নামায দু' দু' রাকাআত করে। ইচ্ছা করে মূল নামাযের উপর অতিরিক্ত পড়ার জন্য নামায বাতিল হয়ে যাবে। এই জন্য ইমাম আহমাদ বলেন, রাতের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ফজরের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তবে এ মাসআলায় বিতরের নামায ব্যতিক্রম। বিতরের নামাযে অতিরিক্ত রাকাআত জায়েয, কারণ তিন রাকাআত বিতর পড়লে তা জায়েয।

قوله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته

অর্থাৎ, যদি দু'জন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি (ইমামের পিছনে) সুবহানাল্লাহ বলে অথচ ইমাম নিজের অবস্থায় অটল থাকেন সংশোধনের সংকল্প না করেন,তা হলে তাঁর নামায বাতিল হয়ে যাবে।

অর্থাৎ,এই মাসআলাটি ঐ অবস্থায়,ইমাম যখন নামাযের নিজ ধারণার উপর অটল থাকবেন অথচ তাকে (দু'জন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তির) দ্বারা তাঁর ভুল সংশোধনের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। "তাসবীহ" এর অর্থ হলো সুবহানাল্লাহ বলে সতর্ক করা, সতর্ককারীর জন্য লেখক ন্যায়-পরায়ণ ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। সতর্ককারী মুক্তাদী হোক অথবা নামাযের বহির্ভূত লোক হোক। লেখক নামায বাতিল হওয়ার জন্য তিনটি শর্তারোপ করেছেন।

১. সতর্ক হতে হবে তাসবীহ দ্বারা। তবে কুরআন,ইশারাহ,আরো এ ধরণের যা কিছু তাসবীহর স্থলাভিষিক্ত, সে গুলো তাসবীহ এর অন্তর্ভক্ত। "তাসবীহ এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখিত হয়েছে ।

২. সতর্ক হতে হবে দু'জন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে। যদি নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি না হয় তা'হলে তার সতর্ক করণের দিকে ইমামভ্রূক্ষেপ করবেন না।

৩. ইমাম যেন নিজের সঠিকতায় দৃঢ় প্রত্ত্যয়ী না হন, যদি নিজ সঠিকতায় সুদৃঢ় হন তাহলে বাতিল হবে না।

৪. শায়েখ মুহম্মাদ উসাইমীন (রহঃ) শারহে আল-মুমতে' ২/খন্ড ৪৭১পৃষ্টায় বলেছেন,মূল গ্রন্থকারের কথায় বুঝা যাচ্ছে যে,যখন দু'জন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ বলবে, তখন তা পাঁচটি অবস্থা থেকে খালি নয়।

১. ইমাম নিজ সঠিকতায় দৃঢ় হলে তাই গ্রহণ করবেন, সতর্ককারীদের কথার ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

২. সতর্ককারীদের কথা দৃঢ়ভাবে সঠিক মনে করলে তাদের কথা গ্রহণ করবেন।

৩. সতর্ককারীদের কথার সঠিকতার উপর তাঁর ধারণা জয়ী হলে তাদের কথা গ্রহণ করবেন।

৪. সতর্ককারীদের কথা ভুল, ইমামের এ ধারণা জয়ী হলে মূল গ্রন্থাকারের মতে তাদের কথা গ্রহণ করবেন। কিন্তু সঠিক মতানুসারে গ্রহণ করবেন না।

৫. ইমামের নিকট উভয় দিক সমান মনে হলে,সতর্ককারীদের কথা গ্রহণ করবেন।

এ বিষয়ে নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে তিনি (ইমাম) যদি নির্ভর যোগ্য ব্যক্তির কথা গ্রহণ না করেন, নিজেকে সংশোধন করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হন, তাহলে তিনি ইচ্ছা করে ওয়াজিব বর্জন করলেন,কেননা দু'জন নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ বললে সে দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। তবে পাঁচটি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব নয়।

১. যখন তিনি (ইমাম) নিজ সঠিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন।

২. যখন কেবল একজন ব্যক্তি সতর্ক করবে। কেননা নবী ﷺ যুল ইয়াদাইনের কথায় ফিরে যাননি।

৩. যখন দুজন ফাসেক ব্যক্তি সতর্ক করবে তখন তাদের কথা গ্রহণ করবেন না।

৪. যখন সতর্ককারীদের সতর্ক করণ ভিন্ন মুখী হবে তখন তা গ্রাহ্যনীয় হবে না। এটি যেন পরস্পর বিরোধী দু'টি দলীলের ন্যায়।

৫.যখন তার প্রত্যাবর্তন ত্রুটি দুরী করণের জন্য হবে। নবী ﷺ এর বাণী,

إذا قام الإمام في الركعتين،فإن ذكرقبل أن يستوى قائما فليجلس،فإن استوى قائمافلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. (أبوداد،ابن ماجة بسند صحيح.)

অর্থ,ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাআতের পর দাঁড়াতে যাবে তখন সম্পূর্ণভাবে দাঁড়ানোর পূর্বে মনে পড়ে গেলে বসে যাবে। আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে

বসবে না বরং দুটি সিজদায়ে সহু করে নিবে। (আবুদাউদে, ইবনে মাজাহ, সহীহ সুত্রে)

قوله: وصلاة من تبعه علماً لا جاهلاً أو ناسياً.

অর্থাৎ,ব্যক্তি ভুল করে বা অজ্ঞাতসারে নয় বরং জেনে শুনে ইমামের অনুসরণ করবে, (তার নামাযও বাতিল হয়ে যাবে।)

লেখক উক্ত মাসআলায় ইমামের নামায বাতিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করার পর তাদের নামায বাতিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন,যারা ইমামের ভুল জানার পরও তার অনুসরণ করেছে। ইমাম ইচ্ছা করে যা করেছেন তারাও তা ইচ্ছা করে করেছে, তাঁর ভুলের সমর্থন করেছে। সুতরাং তারাও ইমামের বাতিলে অংশ গ্রহণ করেছে। তবে লেখক তাদের নামায বাতিল না হওয়ার কথা বলেছেন,যারা জাহেল সঠিক বিধান জানে না। দলীলঃ সাহাবাগণ পঞ্চম রাকাআতে নবী ﷺ এর অনুসরণ করে ছিলেন। তাদের এই অনুসরণ ছিল অজানার ভিত্তিতে অথবা তাঁদের ধারণা ছিল যে পূর্ব বিধান রহিত হয়ে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে। এখানে তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বলা হয়নি। কারণ আল্লাহ এই উম্মতের জন্য ভুলবশতঃ ও অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম করাকে ক্ষমা করেছেন। অনুরূপ তাদের নামায সহীহ হবে যারা ইমামের ভুল বুঝতে পেরে তাকে বর্জন করেছে। কেননা এ অবস্থায় বর্জন করা বৈধ। তবে উত্তম হচ্ছে অপেক্ষা করা এবং ইমামের সাথে সালাম ফিরা। যদি ইমামের পূর্বে সালাম ফিরে তাহলে বৈধ। শাইখুল ইসলাম বলেন, ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরার জন্য অপেক্ষা উত্তম। ঐ অবস্থায় যারা ইমাম সাহেবের অতিরিক্ত কর্মে অনুসরণ করবে তাদের চারটি অবস্থাঃ

১. যারা ইমাম সাহেবের কর্ম শুদ্ধ মনে করে অনুসরণ করল তাদের নামায শুদ্ধ।

২. যারা ইমাম সাহেবের ভুল জেনে শুনে তার অনুসরণ করল তাদের নামায ইমাম সাহেবের মত বাতিল হয়ে যাবে।

৩. যারা ভুল করে না জেনে ইমাম সাহেবের ভুল কর্মে অনুসরণ করবে তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদের ওযর থাকার জন্য আল-াহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

৪. যারা ইমামের কর্মে অনুসরণ বর্জন করবে তাদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে, তারা তার পূর্বে নামায শেষ করুক অথবা ইমামের সালাম ফিরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুক।

মাসআলাঃ নামাযে ইমামের অতিরিক্ত কর্ম করা কালীন তাকে সতর্ক করা মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ইমামকে সতর্ক করা মুক্তাদির অপরিহার্য কর্তব্য। দলীল নবী ﷺ এর বাণীঃ আমি যখন ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। নবী ﷺ এর আদেশ ওয়াজিব। إذا نسيت فذكروني অর্থাৎ আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এখানে আদেশ সূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে,যা ওয়াজিবের অর্থ বহন করে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি মুক্তাদী নয় তার জন্য অতিরিক্ত কর্মকারী মুসল্লীকে সতর্ক করা ওয়াজিব?

উত্তরঃ ফক্বীহগণের বাহ্যিক কথায় তা তার জন্য ওয়াজিব নয়। কারণ সে নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু সহীহ হচ্ছে তার উপর সতর্ক করা ওয়াজিব। প্রমাণে আল্লাহর বাণীঃ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة :2)

অর্থঃ "তোমরা সহযোগিতা কর তাকওয়া ও সৎ কাজে এবং শত্রুতা ও পাপের কাজে সহযোগিতা কর না। (মায়েদাহ, ২) আরো কারণ হচ্ছে যে কোন মুসলিম কাউকে অপবিত্র পানিতে অযু করতে দেখলে তাকে সতর্ক করা তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপ সে যদি তাকে রমযান মাসের দিনে কিছু খেতে দেখে তাহলে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

قوله: وعمل مستكثر عادة.

অর্থাৎ অভ্যাসগতভাবে অতিরিক্ত কর্ম।

ব্যাখ্যাকারী মূল লেখকের এই বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অতিরিক্ত কর্মের এটি আর এক প্রকার,সেটি হলো,ঐ সকল কর্ম যা সমাজের লোক স্বভাবগতভাবে অতিরিক্ত মনে করে, যা তিন সংখ্যা ও তার অধিক সংখ্যার সাথে আবদ্ধ নয় এবং শরীয়তে তার কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত নেই। এই অবস্থার কর্ম কম-বেশী যাই হোক তা গৃহীত হবে লোকদের স্বভাব বা আদতের উপর। তারা যদি বলে বেশী তা হলে বেশী, যদি বলে কম তা'হলে কম। এক্ষেত্রে লোকদের তাক্বলীদ ও আদতের দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ হচ্ছে যে,শরীয়তে তার কোন নিদিষ্ট নির্দেশনা নেই। (যা দ্বারা ঐ সমস্যার সমাধান সম্ভব।) সম্ভবতঃ সমাজের আদত বা স্বভাব অনুপাতে অতিরিক্ত কর্মের মাপকাঠি হচ্ছে এ রকম, যেমন, তুমি এক ব্যক্তিকে নামায পড়াবস্থায় এমন নড়াচড়া করতে দেখলে যাতে তোমার মনে হচ্ছে সে নামায পড়ছে না।

مستكثر عادة.

অর্থাৎ আদত অনুসারে অতিরিক্ত কর্ম।

এটি প্রকৃত পক্ষে নামায বাতিল হওয়ার শর্তের মধ্যে একটি শর্ত। এখানেও অতিরিক্ত কর্ম লোকদের প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী বিবেচিত হবে। এখানে দ্বিতীয় শর্ত সংযোজন করা হচ্ছে, সেটি হলো ঐ কর্ম যেন এক নাগারে বা ধারাবাহিক ভাবে হয়,যদি ধারাবাহিকভাবে না হয় তাহলে বাতিল হবে না।

قوله : من غير جنس الصلاة.

অর্থাৎ, কর্ম গুলো নামায বহির্ভূত।

এটি তৃতীয় শর্ত, অর্থাৎ অতিরিক্ত কর্ম গুলো যেন নামায বহির্ভূত হয়। উক্ত শর্তের ভিত্তিতে নামাযের কর্ম সমূহ বাদ পড়ে যাচ্ছে, (সুতরাং তাতে নামায বাতিল হবে না) তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করে তাহলে বাতিল হয়ে যাবে, আর যদি ভুলবশতঃ করে তাহলে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ ইবনে উসাইমীন (রহঃ) শারহে আল-মুমতে' ৩/৪৮১পৃঃ) তে বলেছেন, মূল গ্রন্থাকারের কথা,

(নামায বহির্ভূত কর্ম) من غير جنس الصلاة.

এ বাক্যে চতুর্থ শর্তের প্রযোজন, সেটি হলো (অপ্রয়োজনে) অতিরিক্ত কর্মে নামায বাতিল হবে। কিন্তু প্রয়োজনে হবে না যেমন আল্লাহর বাণীঃ

فإن خفتم فرجالا أو ركباناً. (البقرة: ২৩৯)

অর্থাৎ, যদি তোমরা ভয় কর তাহলে পদচারী অথবা সওয়ার অবস্থায় (নামায পড়) (বাকারাহঃ ২৩৯) এটি স্পষ্ট যে পদাচরণ অধিক কর্ম। (রেজাল) এর অর্থ যারা নিজ পায়ে চলে। সুতরাং কর্ম অল্প হোক অথবা অতিরিক্ত দু'একবার হোক অথবা নামায সংক্রান্ত বেশী হোক অথবা প্রয়োজনের তাগিদে হোক তাতে নামায বাতিল হবে না। কেননা যে কর্মে নামায বাতিল হবে তার শর্ত চারটি।

১.অতিরিক্ত কর্ম।
২.নামায বহির্ভূত কর্ম।
৩.ধারা বাহিক কর্ম।
৪. অপ্রয়োজনীয় কর্ম।

قوله: يبطلها عمده وسهوه.

"নামায বাতিল হবে ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুল বশতঃ।"

অর্থাৎ নামায বহিঃভূত অতিরিক্ত কর্ম ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলবশতঃ তাতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তাতে নামাযের রুকন আরকানের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হচ্ছে। লেখক বলছেনঃ আল্লাহই ভাল জানেন আমার মনে হচ্ছে নামায বহির্ভূত অতিরিক্ত কর্ম ইচ্ছাকৃত ভাবে হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ভুলবশতঃ এবং অজানতে হয়ে গেলে নামায বাতিল হবে না, দলীল যুলইয়াদায়েনের ঘটনা আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তক বর্ণিত বুখারী-মুসলিমের হাদীস,

،،، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبوبكر وعمر رضى الله عنهمان فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال : يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال : لم أنسى ولم

تقصر الصلاة، فقال: بل قد نسيت،،،،، فإنه مشى وتكلم وبنى على ما قدم من صلاته.

(سنن الكبرى،346/2.)

অর্থ, রাসূল ﷺ যোহর-আসর দুটির মধ্যে এক ওয়াক্তের নামায দু'রাকাআত পড়ান, অতঃপর মাসজিদের সামনের কাঠের দিকে যান এবং তার উপর হাত রাখেন, ঐ জামাআতে আবুবাকর, ওমার ﷺ ও ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে সাহস করে কথা বলতে পারেননি। এদিকে জলদিবাজ লোকেরা বের হয়ে যায় এবং বলে, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তার মধ্যে একটি লোক যাকে নবী ﷺ যুলইয়াদায়েন বলে ডাকতেন, তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল আপনি ভুলে গিয়েছেন না কি নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, ভুলিনি এবং নামায সংক্ষিপ্ত করাও হয়নি,,,,,,। (আল-হাদীস) উক্ত হাদীসে প্রমাণিত তিনি ﷺ পায়ে হেঁটেছেন, কথা বলেছেন এবং পূর্বেকার দু'রাকাআতের উপর ভিত্তি করেছেন অর্থাৎ আগে দু'রাকাআতের পর আরো দু'রাকাআত পড়েছেন।

ولا يشرع ليسيره سجود.

অর্থাৎ, কম বা নগণ্য কর্মে সহু সিজদাহর শারয়ী বিধান নেই। ইতি পূর্বে নামায বাতিল হবে এমন কর্ম উল্লেখিত হয়েছে। এখানে লেখক ঐ কর্মের কথা বলেছেন যাতে নামায বাতিল হবে না। তাতে সিজদায়ে সহু ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব ও নয়। সেটি এমন অল্প কর্ম যা নামাযের কর্মের মধ্যে নয়। কারণ এ ধরণের কর্ম করণে সহু সিজদা দেয়ার ব্যাপারে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। কেননা ঐ ধরণের কর্ম থেকে নামাযকে মুক্ত রাখা কঠিন এবং বেচেঁ থাকাও মুশকিল।

ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهواً.

অর্থাৎ,ভুল করে অল্প পানাহারে নামায বাতিল হবে না। লেখক এখানে পানাহারে নামায বাতিল না হওয়ার কথা বলেছেন এবং দু'টি শর্তারোপ করেছেনঃ

১. পানাহার যেন অল্প হয়।

২. পানাহার যেন ভুলে হয়।

এর পিছনে যুক্তির দলীল হচ্ছে যে, পানাহার বর্জন করা রোযার মূল রুকন বা খুটি, যেহেতু ভুল করে পানাহার করে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। সেহেতু ভুল করে পানাহারে নামায বাতিল না হওয়া অধিক যুক্তি সংগত। তবে লেখকের ঐ উক্তি থেকে এ কথা ধরে নেয়া যায় যে, বেশী পানাহার করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে যদিও তা ভুল করে হয়। এবং অল্প পানাহারে বাতিল হয়ে যাবে যদি তা ইচ্ছাকৃত হয়।

ولا نفل بيسير شرب عمداً.

অর্থাৎ, ইচ্ছা করে অল্প পানে নফল নামায বাতিল হবে না।

এটি দ্বিতীয় বিষয় যাতে নামায বাতিল হবে না। সেটি হচ্ছে ইচ্ছাকরে নফল নামাযে অল্প পান। নফল বলতে,ফরয নামাযের পর যে অতিরিক্ত নামায পড়া হয়। যেমন সুন্নাতে রাতেবাহ,বিতর, তাহাজ্জুদ এবং চাশত ইত্যাদির নামায। এর পিছনে বর্ণনা ও যুক্তির দলীল।

বর্ণনার দলীলঃ "ইবনে যুবায়ের" কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নফল নামায লম্বা করতেন, কখনো পিপাসিত হতেন এবং অল্প পান করতেন। এটি সাহাবীর কর্ম। সাহাবীর কর্ম যখন শরীয়তের কোন উক্তি অথবা অন্য সাহাবীর কর্মের বিপরীত হবে না, তখন সেটি দলীল।

যুক্তির দলীলঃ নফল নামায ফরয নামাযের চেয়ে হালকা। কারণ অনেক সময় নফল নামাযে ওয়াজিব কর্ম রহিত হয়। কিন্তু ফরয নামাযে রহিত হয় না। যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), কিন্তু নফল নামায দাঁড়িয়ে এবং বসে পড়াও বৈধ। অনুরূপ ইসতিকবালে কিবলাহ (কিবলাহর দিকে মুখ করা), সফরের অবস্থায় নফল নামায আরম্ভ করার সময় কিবলার দিকে মুখ করা যথেষ্ট,তারপর সওয়ারী যে দিকে ঘুরে যাক তাতে কোন ক্ষতি নেই।

আরো বলা যায় যে নফল নামায লম্বা করা উত্তম, যার কারণে পিপাসা নিবারণের জন্য পানির প্রয়োজন। এ ছাড়া পানি এমনি গিলে ফেলা হয় চিবাতে হয় না, ফলতঃ বেশী নড়চড়ের প্রয়োজন হয় না,পক্ষান্তরে কোন কিছু খেতে হলে চিবাতে হয় এবং বেশী নড়চড়ের প্রয়োজন হয়।

ব্যাখ্যাকারী বলেন,আল্লাহই ভাল জনেন,সঠিক কথা হলো ইচ্ছা করে অল্প পান করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণঃ

১.মূলতঃ ফরয ও নফল সমানঃ তবে বিশেষ কোন দলীল থাকলে সে কথা আলাদা, কিন্তু এ বিষয়ে কোন বিশেষ দলীল নেই।
২.পানাহারের রাস্তা একটি, যদি দু'টির মধ্যে একটিতে নামায বাতিল হয় তাহলে অপরটিতেও নষ্ট হয়ে যাবে।
৩.প্রতি দু'রাকাআতে সালাম ফিরে মুসুল্লী পানি পান করে পিপাসা দূর করতে পারে।
৪.নামাযে কোন কিছু পান করা নামাযের বাহ্যিক রূপের পরিপন্থী এটি অধিকাংশ আলেমগণের মত। ইবনে মুনযের বলেন,যাদের নিকট হতে আমরা ইলম হিফয করেছি ঐ সকল আলেমগণ মুসুল্লীর পানাহার নিষেধাজ্ঞার উপর একমত পোষণ করেছেন।

লেখকের কথার ভিত্তিতে নামাযে পানাহারের অবস্থা পাঁচটি

১. পানাহার বেশী হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
২. ইচ্ছা করে স্বল্প পানাহারে ফরয বাতিল হবে।
৩. ইচ্ছা করে অল্প আহারে নফল নামায বাতিল হবে।
৪. ইচ্ছা করে অল্প পানে নফল নামায বাতিল হবে না।
৫. ভুল বশতঃ অল্প পানাহারে ফরয ও নফল নামায নষ্ট হবে না।

وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل.

অর্থাৎ,মুসুল্লী যদি শরীয়ত সম্মত কোন কথা যথা স্থানে না বলে অন্য স্থানে বলে, যেমন সিজদায় ও বৈঠকে কিরাত,কিয়ামের অবস্থায় তাশাহহুদ,শেষ দু'রাকাআতে সূরা পাঠে নামায বাতিল হবে না।
লেখক নামাযে অতিরিক্ত কর্ম সমূহের কথা উল্লেখ করার পর তাতে অতিরিক্ত কথা বলা হলে তার বিধান কি সে বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এটি দু'ভাগে বিভক্তঃ

১. যা ইচ্ছা কৃতভাবে বললে নামায বাতিল হয়ে যাবে।
২. যা ইচ্ছা কৃতভাবে বললেও নামায বাতিল হবে না। যেটিতে নামায বাতিল হয় না সেটির আলোচনা প্রথমে আরম্ভ করেছেন।

وقوله: وإن أتى بقول مشروع.

অর্থাৎ,যদি শরীয়ত সম্মত কথা বলে। লেখক এখানে বলতে চাচ্ছেন, মুসুল্লী যদি তার নামাযে বিধান দাতার বিধান সম্মত কোন কথা বলে,চাহে সেটি ওয়াজিব হোক যেমন, তাসবীহ ও কুরআন পাঠ অথবা মুস্তাহাব হোক যেমন সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সূরা পাঠ।

وقوله: في غير موضعه.

অর্থাৎ, যথাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে।
লেখক এ বাক্য থেকে এ কথা বলতে চাচ্ছেন, শরীয়ত সম্মত কথা,যে স্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সে স্থানে ব্যবহার না করে অন্যস্থানে ব্যবহার করা। অন্য স্থানে ব্যবহারকারী হচ্ছে মুসুল্লী, সে শারে' (বিধানদাতা) নয়, কারণ শারে (বিধান দাতা) তো যথাস্থানের জন্য তা নির্ধারিত করেছেন।

قوله: كقراءة في سجود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين.

অথাৎ, যেমন সিজদায় ও বৈঠকে কিরাত, কিয়ামের অবস্থায় তাশাহুদ এবং শেষ দু'রাকাআতে সূরা পাঠ। লেখক এখানে নামাযে ঐ সকল অতিরিক্ত কথার উদাহরণ পেশ করেছেন যে গুলোতে নামায বাতিল হয় না। তার উদাহরণ চারটিঃ

১. كقراءة في سجود. (যেমন সিজদায় কিরাআত)।

অর্থাৎ, সিজদার অবস্থায় কুরআন পাঠ শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ সিজদা কিরাতের স্থল নয়। অনুরূপ রুকুতেও কিরাত নিষিদ্ধ, দলীল নবী ﷺ এর বাণী,

،،،،أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ صحيح مسلم – (2/ 48)

অর্থ, তিনি ﷺ বলেছেন,খবরদারঃ সিজদাহ ও রুকুর অবস্থায় আমাকে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে তোমরা প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় দুআর চেষ্টা কর, খুব সম্ভব তোমাদের দুআ গৃহীহ হবে। (মুসলিম)

২.قعود (বৈঠক)ঃ অর্থাৎ বৈঠকে কিরাত শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা ফরয নামাযে দাঁড়িয়ে কিরাত অপরিহার্য। এটি কিরাতের স্থল এবং নফল নামাযে উত্তম। লেখক মনে হয় ফরয নামাযের কথা বলেছেন, নফল নামাযের নয়। তিনি মনে করেন নফল নামাযে জায়েয। কিয়ামের অবস্থায় কিয়াতের দলীল ঐ হাদীস, যেটি নবী ﷺ নামাজে ভুলকারীকে বলেছিলেন,

،،،إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ،،،.(صحيح البخاري وسلم)

অর্থ, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবীর দিবে অতঃপর কুরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হবে তা পাঠ করবে। (বুখারী-মুসলিম)

৩. تشهد في قيام (কিয়ামে তাশাহহুদ)ঃ কেননা তাশাহহুদের স্থল বৈঠক কিয়াম নয়। কিন্তু যদি ভুলে যায় এবং কিয়ামের অবস্থায় তাশাহহুদ পড়ে ফেলে তাহলে সে শরিয়ত সম্মত কথা অনুপযোগী স্থানে ব্যবহার করল। বসা অবস্থায় তাশাহহুদ পড়ার দলীল হচ্ছে যে, নবী ﷺ সকল তাশাহহুদ বৈঠকের অবস্থায় পড়েছেন, অন্যদিকে তিনি বলেছেন,(صلوا كما رأيتموني أصلى.) অর্থাৎ যে ভাবে তোমরা আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেইভাবে পড়।

৪. وقراءة سورة في الأخيرتين (শেষ দু'ই রাকাআতে সুরা পাঠ)ঃ এটিও শরয়ীত সম্মত বাণী, কিন্তু তার জন্য এটি অনুপযোগী স্থান। কেননা মশহুর মাযহাব অনুসারে শেষ রাকাআতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরাপাঠ করা শারযী বিধান ভুক্ত নয়। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতানুসারে শেষ দু'রাকাআতেও অন্য সূরা পাঠ বৈধ। এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমন মুসলিম শরীফে আবুসাঈদ ﷺ এর হাদীস,

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ آيَةً (صحيح مسلم – 2 / 37)

অর্থ, তিনি ﷺ যোহরের নামাযে প্রথম দু'রাকাআতে ত্রিশ-আয়াত এবং শেষ দু'রাকাআতে পনেরো আয়াতের মত পাঠ করতেন।

وقوله : لاتبطل.

অর্থাৎ, যদিও রুকু অথবা সিজদায় ক্বিরাত করে ফেলে (তাহলেও নামায বাতিল হবে না) কেননা ক্বিরাত নামাযে সাধারণভাবে শারয়ী কর্ম, কিন্তু তা স্থান হিসেবে হারাম, ক্বিরাত হিসেবে নয়। ইমাম নওয়াবী বলেছেন,যদি কেউ রুকু-সিজদাহ ছাড়া অন্যস্থানে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করে তাহলে তাতে নামায বাতিল হবে না, সেটি সংশোধনের উদ্দেশ্য হোক অথবা না হোক।

قوله: لم يجب له سجود بل يشرع.

অর্থাৎ, উক্ত ভুলের জন্য-সহু সিজদা ওয়াজিব নয় তবে শরীয়ত সম্মত। লেখক উল্লেখিত উদাহরণের মধ্য দিয়ে নামাযের হুকুম বর্ণনা করার পর সহু সিজদার হুকুম উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেন, উক্ত ত্রুটির জন্য সহু সিজদাহ ওয়াজিব নয়, কেননা তা সাধারণভাবে নামাযের কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তবে ঐ সকল কর্মে সহু সিজদা সুন্নত হবে যা ইচ্ছা করে বর্জন করলেও নামায বাতিল হয় না। কেননা এ বিষয়ে নবীজীর সাধারণ বাণী রয়েছেঃ

فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين (صحيح مسلم–ن 1 / 400)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে গেলে দু'টি সিজদা করবে। (মুসলিম)

লেখকের আলোচনা থেকে ধরে নেয়া যায় যে সহু সিজদাহ তিন প্রকারঃ

প্রথমতঃ ওয়াজিব, মুসল্লী যখন ভুলে গিয়ে নামাযের কর্ম কম অথবা বেশী করবে তখন সহু সিজদাহ ওয়াজিব হবে। ওয়াজিব হওয়া,না হওয়ার ব্যাপারে ওলামাদের তিন রকম কথা রয়েছেঃ

ক) ইমাম শাফেয়ী মনে করেন সুন্নত।

খ) ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম মালেক মনে করেন কোন কর্ম কম হয়ে গেলে ওয়াজিব।

গ) ইমাম আহমাদ কম-বেশী উভয় ক্ষেত্রে ওয়াজিব মনে করেন। আর এটিই সহীহ ইনশাআল্লাহ। এটির দলীল হচ্ছে নবী ﷺ, কম-বেশী উভয় ক্ষেত্রে সহু সিজদা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, নবী ﷺ এর পক্ষ হতে এমন পাঁচটি স্থান বর্ণিত হয়েছে যেখানে তিনি সিজদাহ করেছেনঃ

১.(চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে) দু'রাকাআত পড়ে সালাম ফিরে দেন, অতঃপর সিজদাহ করেন, যেমন বুখারী-মুসলিমে আবুহুরাইরাহর ﷺ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এটি যুল ইয়াদাইনের কিস্সা নামে প্রসিদ্ধ। ঐ ঘটনায় যুলইয়াদাইন বলেছিলেনঃ হাঁ (হে আল্লাহর রাসূল) আপনি ভুলে গিয়েছেন। অতঃপর তিনি দু'রাকাআত নামায পড়েন, সালাম ফিরেন অতঃপর পূর্বেকার সিজদার ন্যায় সিজদাহ করেন।

২. তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরেন, অতঃপর সিজদাহ করেন, একথা যেমন মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে ইমরান বিন হুসাইয়েন থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রাসূল ﷺ আসরে তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরে দেন, অতঃপর নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন, অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে যান, যাকে বলা হত খিরবাক, তার হাত দু'টি ছিল লম্বা। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন,সে কি সত্য বলেছে? অন্যান্য সাহাবাগণ বললেন, হাঁ, অতঃপর সিজদা করেন এবং সালাম ফিরেন।

৩. তাঁর (নবী ﷺ এর) যিয়াদাহ (বেশী) কর্মে সিজদাহ, এটি বুখারীতে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে ,উল্লেখিত হয়েছে রাসূল ﷺ যোহরে পাঁচ রাকাআত পড়েন,অতঃপর তাঁকে বলা হয় নামাযে কি অতিরিক্ত কিছু ঘটানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? বলা হলো আপনি পাঁচ রাকাআত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরার পর দু'টি সিজদা করেন।

৪. কম বা ঘাটতি অবস্থায় তাঁর সিজদাহ, একথা ইতিপূর্বে যুলইয়াদাইনের হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

৫. (তাশাহুদ না করে) দ্বিতীয় রাকাআত থেকে উঠার কারণে তার সিজদাহ, যেমন বর্ণিত হয়েছে আব্দল্লাহ বিন বুহাইনার হাদীসে। তিনি ﷺ যোহরের

নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে না বসে দাঁড়িয়ে যান, অতঃপর নামাযের শেষে দু'টি সিজদাহ করেন তারপর সালাম ফিরেন। (বুখারী-মুসলিম)

সহু সিজদার অপরিহার্য হওয়ার দ্বিতীয় দলীলঃ

নামাযের ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন ঘটার কারণে সহু সিজদা ওয়াজিব। "বদল" এর হুকুম মুবাদ্দালের মত। (অর্থাৎ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব কর্মে কম-বেশী যা ঘটবে তার সংশোধনের জন্য যা করা হবে তার হুকুমও ওয়াজিব।)

দ্বিতীয়ঃ সুন্নাত। এটির রূপ হচ্ছে মুসুল্লী যখন শারয়ী কোন কথা ভুলবশতঃ অন্য স্থানে বলবে, তখন সহু সিজদাহ সুন্নত হবে। এটি উদাহরণ যেমন লেখক এর পূর্বে ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয়তঃ (মুবাহ) বৈধ। মুসুল্লী যখন ভুলবশতঃ নামাযের কোন সুন্নতকে বর্জন করবে তখন সহু সিজদাহকে বৈধ বলা হবে।

قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.

অর্থাৎ, নামায পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ইচ্ছাকৃত সালাম ফিরে দেয় তা হলে বাতিল হয়ে যাবে। নামাযে বর্ধিত কথা, যা ইচ্ছা করে বললে নামায বতিল হয়ে যায়, তার এটি দ্বিতীয় প্রকার যার আলোচনা লেখক আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ লেখক বলতে চাচ্ছেন যে, মুসুল্লী যখন তার নামায পূরণ করার পূর্বে ইচ্ছা করে সালাম ফিরবে তখন তার নামযে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সালাম শরীয়ত সম্মত স্থানে ফিরা হয়নি। সেই জন্য এটি মুসুল-ীর উপর ঘুরে যাবে, কেননা সে তার নামায শেষ হওয়ার পূর্বে কথা বলেছে, যদিও তার নামাযের ওয়াজিব অথবা রুকন বাকী থাকে।

وإن لكان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد.

অর্থাৎ,আর যদি ভুলবশতঃ সালাম ফিরে এবং কাছা-কাছি সময়ে স্মরণ হয়ে যায় তাহলে নামায পূরণ করবে এবং সহু সিজদাহ করবে।

এই বিধান হচ্ছে ঐ সময়ের জন্য,মুসুল্লী যখন ভুলবশতঃ নামায পূরণ করার পূর্বে সালাম ফিরে দেয়। এ অবস্থায় সে নামায পূরণ করবে এবং সহু সিজদা করবে। লেখক এই মাসআলায় দুটি শর্ত আরোপ করেছেনঃ

১. ভুলবশতঃ হতে হবে।

২ কাছা-কাছি সময় হতে হবে এবং কথা যেন না বলে থাকে,সময় যেন লম্বা না হয়ে থাকে। এটির দলীল যুল ইয়াদায়েনের হাদীস, রাসুল ﷺ যখন যোহর অথবা আসরের (আসরটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত) নামাযে চার রাকাআত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এই ধারণা করে দু'রাকআতে সালাম ফিরে দেন। অতঃপর যুল ইয়াদায়েন রাসূল ﷺ কে ঐ ঘাটতির কথা জানান। অতঃপর তিনি ﷺ (বাকী) দু'রাকাআত আদায় করেন,সালাম ফিরেন তারপর আল্লাহু আকবার বলে নামাযের ন্যায় সিজদায় যান অথবা একটু দীর্ঘ করেন তার পর আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠান তারপর আল্লাহুআকবার বলে মাথা মাটিতে রেখে সিজদা করেন পূর্বেকার ন্যায় অথবা তার চেয়ে অধিক লম্বা। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠান। ইমরান বলেন, তারপর সালাম ফিরেন।(মত্তাফাকুন আলাইহি)

مسألة: لو تذكر المصلي النقص وهو قائم، فهل يجلس ويستقبل القبلة أم يستقبلها وهو قائم ويتم النقص.

অর্থাৎ,মুসুল্লী যদি দন্ডায়মান অবস্থায় ঘাটতির কথা স্মরণ করে তা হলে সে কি বসবে এবং কিবলা পানে মুখ করবে? না কি দাঁড়নোর অবস্থায় কিবলা পানে মুখ করবে এবং বাকী কর্ম পূরন করবে?

উত্তরঃ ফক্বীহগণ উল্লেখ করেছেন যে অবশ্যই তাকে বসতে হবে তারপর নামায পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে হবে। কেননা তার প্রথম কিয়াম (দাঁড়ানো) নামাযের উদ্দেশ্যে ছিলো না। ফক্বীহগণ মনে করেন নামায পূরণ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো ওয়াজিব। আর "নাহায" অর্থাৎ নামাযে বসা থেকে উঠা রুকুন। এটি হচ্ছে অধিক সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ। তবে কিছু ফক্বীহ বলেছেন, "বসা" জরুরী নয়। বরং দাঁড়ানো অবস্থায় বাকী কর্ম পূরণ করবে। কেননা বসা থেকে উঠা আসল রুকন ও উদ্দেশ্য নয়। বরং সেটি অন্যের মাধ্যম বা সাহায্যকারী। সেই জন্য কোন কারণ বসতঃ যদি মাধ্যম ছাড়াই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায় তা হলে সে দিকে ফিরে যাওয়া জরুরী নয়। শায়েখ আব্দুর রহমান আসসা'দী তার ফাতওয়া সা'দীয়ার ৬৪পৃঃ বলেছেনঃ জরুরী নয় যে, সে বসবে তারপর দাঁড়াবে। কোন ব্যক্তি নবী ﷺ হতে নকল করেননি যে তিনি এ অবস্থায় বসেছেন। তা ছাড়া ইনতেকাল

(স্থান পরিবর্তন) অন্যের জন্য মাধ্যম। তাই যখন যে কোনভাবে মাধ্যম ছাড়া উদ্দেশ্য সাধিত হবে তখন আর মাধ্যমের দিকে ফিরে যাওয়া জরুরী নয়।

قوله: فإن طال الفصل.

অর্থাৎ,যদি সময় লম্বা হয়। মুসুল্লী ভুলবশতঃ নিজ নামায পূরণ করার পূর্বে সালাম ফিরার পর লম্বা সময় পেরিয়ে গেলে নামায বাতিল হওয়ার এটি প্রথম অবস্থা। সময় লম্বা ও কম বলতে কতটা সময় অতিক্রম করলে লম্বা বা কম বলা হবে,এটি নির্ধারিত হবে "উরফ" এর উপর। অর্থাৎ সমাজের রীতি-নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কারণ এটির নির্দিষ্ট করে কুরআন-হাদীসের বাণী বর্ণিত হয়নি। এ নিয়মটি ঐ সমস্ত বিষয়ের জন্য,শরীয়তে যার কোন নির্দেশনা বর্ণিত হয়নি। "উরফ" হচ্ছে ঐ বিষয় যা মানুষের বিবেকে স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং সুস্থ অন্তর যাকে গ্রহণ করেছে। যেমন দু'ই অথবা তিন থেকে পাঁচ মিনিট সময় অথবা এর কাছা-কাছি সময়। এটি অনুমান করা যায় যুল ইয়াদায়েনের বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ এর অবস্থা থেকে। এই জন্য (অল্প সময় অতিক্রমের ক্ষেত্রে) পূর্ব আদায়কৃত নামাযের উপর ভিত্তি করে ছুটে যাওয়া রাকাআত আদায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় অথবা অন্য নামাযের সময় প্রবিষ্ট হয় অথবা অযু নষ্ট ইত্যাদি ঘটে যায় তা'হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তা একই নামায। লম্বা সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ায় ও নামাযের র"কুন সমূহ সঠিক ধারা ও গতিতে বাস্তবায়িত না হওয়ায় পূর্বে আদায়কৃত রাকাআতের উপর ভিত্তি করে বাকী দু'রাকাআত পড়া বৈধ নয়।

قوله : أو تكلم لغير مصلحتها بطلت.

অর্থাৎ, অথবা নামায সংক্রান্ত কথা ছাড়া অন্য কথা বলে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নামায পূরণ করার পূর্বে ভুলবশতঃ সালাম ফিরলে নামায বাতিল হওয়ার এটি দ্বিতীয় অবস্থা। (অর্থাৎ ভুলবশতঃ সালাম ফিরার পর যদি) নামায সংক্রান্ত কথা না বলে অন্য কথা বলে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে যেমন "হে অমুক আমাকে পানি দাও" অথবা "দরজা বন্ধ কর" অথবা "লাইট বন্ধ কর" ইত্যাদি। কারণ এগুলো নামায সংক্রান্ত ও

তার উপকারের স্বার্থে কথা নয়। নামাযের মধ্যে কোন মানুষের কথা বৈধ নয়। এর দলীল হাকাম বিন মুআবিয়াহ ﷺ এর বর্ণিত রাসূলের বানী;

« إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ »(صحيح مسلم ،2 / 70)

অর্থ,নিশ্চয় এই নামাযে মানুষের কোন রকম কথা বৈধ নয়, শুদ্ধ হচ্ছে কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ। (মুসলিম)

আল্লাহই ভাল জানেন, সহীহ মতানুসারে নামায বাতিল হবে না। কেননা সে নামায শেষ হয়ে গিয়েছে এই ধারণা করেই কথা বলেছে, সুতরাং তার ওজর গ্রহণযোগ্য। এটি ভুলবশতঃ কর্মের এক প্রকার যা না জেনে কথা বলার মত। (অর্থাৎ মুতাকল্লিম (বক্ত) যেন এ বিষয়ে অজ্ঞ অজনা)। এর প্রমাণে মুআবিয়াহ বিন-হাকামের হাদীস যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,"তিনি বলেন একদা আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে নামায আদায়ে রত আছি এমন সময় জামাআতের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি হাঁচি দিল, উত্তরে আমি বল্লাম (يرحمك الله) অর্থাৎ (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন), যার কারণে লোকেরা আমাকে চোখ দেখিয়ে চোখের ইশারায় (চুপ করতে) বলল,অতঃপর আমি বললাম,তোমাদের কি হয়েছে? আমার পানে দেখছো কেন? এরপর তারা নিজেদের হাত দ্বারা তাদের উরুর উপর মারতে আরম্ভ করল। অতঃপর আমি যখন অনুভব করলাম যে তারা আমাকে চুপ করতে বলছে। তখন আমি চুপ করে গেলাম।

قوله: ككلام في صلبها.

অর্থাৎ,এটি মূল নামাযের মধ্যে কথা বলার মত। লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন যে, নামাযের মাঝে কথা বললে যেমন নামায বাতিল হয়ে যায়, তেমনি কেউ নামায পূরণ করার পূর্বে ভুলবশতঃ সালাম ফিরে নামায ব্যতীত অন্য কথা বললে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এখানেও নামায পূরণ হয়নি, যার জন্য সালাম ফিরলেও তার নামাযের মধ্যেই কথা বলা হলো, এজন্য লেখকের নিকট এ অবস্থায় নামায বাতিল হয়ে যাবে।

قوله: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.

অর্থাৎ, কথা যদি নামায সংক্রান্ত হয় ও কম হয় তাহলে নামায বাতিল হবে না। লেখক এখানে ঐ কথা আলাদা করেছেন যে কথায় নামায বাতিল হয় না এবং দু'টি শর্ত আরোপ করেছেনঃ

১.কথা গুলো হতে হবে নামায সংক্রান্ত, যেমন নবী ﷺ এর কথা, أصدق ذو اليدين(যুলইয়াদায়েন কি ঠিক বলেছে?) অনুরূপ যুল ইয়াদায়েনের রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা أنسيت أم قصرت (আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? না কি নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে?) ইত্যাদি নামায সংক্রান্ত কথা।

২. কথা যেন অল্প হয়, বেশী না হয়। যেমন নামায সংক্ষিপ্ত করণের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ও তার উত্তর। এ গুলো নামায সংক্রান্ত কথা। লেখক নামায বিষয়ক কথাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

১. মুসল্লীর কথা নামায সংক্রান্ত না হলে সর্বাবস্থায় নামায বাতিল হয়ে যাবে।

২. মুসুল্লীর কথা নামায বিষয়ক ও কম হলে, যেমন নবী ﷺ এর জিজ্ঞাসা, أصدق ذو اليدين (যুল ইয়াদায়েন কি ঠিক বলেছে?) এবং উত্তরে (نعم) "হাঁ" বলা, যুল ইয়াদায়েনের প্রশ্নঃ নামায কম করা হয়েছে না ভুলে গিয়েছেন? ইত্যাদি দ্বারা নামায বাতিল হবে না। কারণ তা অল্প কথা ও নামায সংক্রান্ত।

৩. নামায সংক্রান্ত অনেক কথা, এতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। লেখক এই তিন প্রকার কথার মধ্যে প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন ।

দ্বিতীয় মতঃ

উক্ত তিন অবস্থায় নামায বাতিল হবে না। দলীল কুরআনের এই আয়াতঃ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. (الأحزاب : 5)

১.অর্থ,যা ভুল করে করেছো তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই,কিন্তু যা তোমাদের অন্তর ইচ্ছা করে করেছে (তাতে দোষ আছে)।

২. মুআবিয়া বিন হাকামের হাদীস যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কোন ব্যক্তির হাঁচির উত্তরে বলেন, ,,,, তোমাদের কি হয়েছে আমার দিকে

এমন করে দেখছো কেন? নবী ﷺ তাকে পুনরায় নামায পড়া আদেশ করেননি।

৩. যথা সম্ভব উল্লেখিত দলীল অনুসারে এ মতটি সহীহ ইনশাআল্লাহ যখন তার কথা ভুলবশতঃ ও অজানতে হবে।

শায়েখ আসসা'দী (রাহঃ) বলেন,সালাম ফিরার পর তার কথাটি যদি ভুলবশতঃ ও নামায সংক্রান্ত হয় অথবা অন্য বিষয়ে হয়,তা'হলে নামায বাতিল হবে না, এটি সহীহ সিদ্ধান্ত। অনুরূপ নামাযের মধ্যে অজ্ঞাত সারে কোন কথায় নামায বাতিল হবে না। দলীল যুল ইয়াদায়েনের হাদীস অনুরূপ মুআবিয়াহ বিন হাকেম আস্সুলামীর হাদীস, যখন তিনি নামাযের মধ্যে কথা বলেন এবং হাঁচি দাতার জওয়াব দেন, নবী ﷺ তখন তাকে পুনরায় নামায পড়তে আদেশ করেননি।

قوله: وقهقهة ككلام.

অর্থাৎ,অট্টহাসি,কথার সদৃশ। নামায বিনষ্টকারী কথা উল্লেখ করার পর লেখক এখানে যে গুলো কথা বা তার সমতুল্য ও সদৃশ তা উলে-খ করেছেন, যেমন, قهقهة (উচ্চস্বরে অট্টহাসি) এ শব্দটি গৃহীত হয়েছে قه قه থেকে। আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে, যে বার বার হাসে,অথবা যার হাঁসি চরম মাত্রায় পৌছে যায়, হাসিতে যখন পুনরাবৃত্তি করা হয় তখন বলা হয়, (قهقه) কাহকাহ। এটি সর্বসম্মতিক্রমে নামায বাতিলকারী, তবে তা কথার সদৃশ হওয়ার কারণে নয় বরং নামাযের পরিপন্থী কর্মের কারণে। কারণ এটি খেল-তামাশার অন্তর্ভুক্ত।

قال شيخ الإسلام: القهقهة تبطل بالإجماع.

অর্থাৎ,শায়খুল ইসলাম বলেন, উচ্চস্বরে অট্টহাসিতে সর্ব সম্মতিক্রমে নামায বাতিল হবে। কারণ তাতে রয়েছে উচ্চস্বর যা নামাযের অবস্থার জন্য বিপরীত এবং নামাযের অপরিহার্য একাগ্রতার বিপরীত। এটি দীর্ঘ উচ্চ স্বরের মত। তাতে নামাযের সম্মান হালকা করা হয় ও খেল-তামাশা করা হয়, যা নামাযের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। (এ কারণে নামায বাতিল হবে।) কেবল কথা বলার জন্য নয়। ইবনে মুনযের ও ওয়াযীর ইত্যাদি

থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,হাসিতে সর্ব সম্মতিক্রমে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু মুচকি হাসিতে নামায বাতিল হবে না। ইবনে মুনযির বলেন, যে আহলে ইলমদের নিকট হতে আমরা ইলম সংরক্ষণ করেছি ইবনে সিরীন ছাড়া তাঁরা সকলে একমত পোষণ করেছেন যে,মুচকি হাঁসিতে নামায নষ্ট হবে না। অনুরূপ মুসুল-ীর উপর হঠাৎ করে কোন জিনিস পতিত হওয়ার কারণে "উফ" বলে ফেললে,নামায বাতিল হবে না, কারণ সে ইচ্ছা করে কথা বলেনি এবং নষ্ট করার ইচ্ছাও করেনি, কেননা সেটি হয়েছে অনিচ্ছায়।

قوله: وإن نفخ.

অর্থাৎ, যদি ফুঁক মারে। এটি নামায বিনষ্টকারীর দ্বিতীয় কর্ম,যা কথা বলার অন্তর্ভুক্ত। এটি হচ্ছে ফুঁক মারা, অর্থাৎ মুখ দিয়ে হাওয়া নির্গত করা, এ সময়ে কিছু হরফ বা স্বর প্রকাশিত হয় যেমন, 'أف' 'উফ" লেখক এখানে দু'টি আলাদা-আলাদা অক্ষর বের হলে নামায বাতিল হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, একই অক্ষর বার-বার প্রকাশিত হওয়ার শর্তারোপ করেননি। আল্লাহই ভাল জানেন তবে সহীহ হচ্ছে; নামাযের বিপরীত অনর্থক কোন আচরণে নামায বাতিল হবে। কিন্তু প্রয়োজনে হলে বাতিল হবে না। যেমন হাতের উপর চলমান কোন ক্ষতি কারক পোকা ফুঁক দিয়ে দুর করা অথবা ফুঁক দিয়ে চেহারা থেকে কোন গরম বস্তুকে দূর করা। এটির দলীল নামাযে আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ এর হাদীস, তাতে রয়েছেঃ (অতঃপর তিনি তাঁর শেষ সিজদায় ফুঁক দেন এবং বলেন,"উফ" "উফ" অতঃপর বলেন, হে আমার রব! আমি তাদের মধ্যে থাকতে তাদেরকে আযাব না দেয়ার অঙ্গীকার করেননি ? (আবুদাউদ মুসনাদে,আহমাদ সহীহ সানাদে) শাইখুল ইসলাম বলেন, ফুঁক মারা কিন্তু কথার অন্তর্ভুক্ত নয় যদিও ফুঁক মারতে গিয়ে দু'ই বা দুয়ের অধিক অক্ষর প্রকাশিত হয়। এতে নামায ভঙ্গ হবে না। কারণ তিনি নিজের চেহারা হতে তাপ দূর করার জন্য ফুঁক দিয়েছেন, আর এটি ছিল কষ্ট দূর করার জন্য।

قوله: أو انتحب من غير خشية الله تعالى.

অর্থাৎ, অথবা আল্লাহ তা'লার ভয় ব্যতীত রোদন। এটি নামায বিনষ্টকারী তৃতীয় কর্ম যা কথা বলার অন্তর্ভুক্ত। সেটি হচ্ছে "নাহিব"। নাহিবের অর্থ

উচ্চস্বরে কান্না। লেখক এখানে নামায বাতিল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করেছেন।

১. কান্না যেন উচ্চ স্বরে হয় ও দু'টি অক্ষরের শব্দ প্রকাশিত হয়, এ শর্তদ্বয়ের কারণে স্বর বিহীন অশ্রু প্রবাহিত সাধারণ কান্না বাদ পড়ে যাচ্ছে।

২. কান্না যেন আল্লাহর ভয়ে না নয়। আল্লাহর ভয়ে কান্না এর অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ তাতে নামায বাতিল হয় না। সেটি মুখ দিয়ে হাওয়া নির্গতের মাধ্যমে হোক অথবা উচ্চ স্বরে হোক অথবা হাঁ-হুঁ করে হোক অথবা গিন-গিন করে হোক। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনে নামায বাতিল হবে না। দলীল,

১.আল্লাহর বাণী? خروا سجدا وبكيا অর্থাৎ তারা সিজদায় পতিত হয়ে কান্না করত।

২.হাদীস থেকে দলীল, আব্দুল্লাহ বিন আশ্‌শাখীর কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে নামায পড়তে দেখেছি, তাঁর বক্ষে কান্নার কারণে হাঁড়িতে পানি-ফুটার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল।

৩. কেননা আল্লাহর ভয়ে কান্না যিকর ও দুআর স্থলে।

৪. কেননা তা আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি আগ্রহের প্রতীক।

৫. কেননা সেটি নামাযে আল্লাহর ভয়ের বহিঃপ্রকাশ।

৬. কেননা আবুবাক্‌র ﷺ যখন কিরাত করতেন তখন কান্না করতেন ও ওমার বিন খাত্তাবের কান্নার শব্দ কাতারের পিছন থেকে শুনা যেত।

নামায বিনষ্ট হওয়ার তৃতীয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, কান্না বন্ধ করা সম্ভব, তারপরও যদি বন্ধ না করে তাহলে বাতিল হবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে বাতিল হবে না, কারণ এটি তার ইচ্ছার বাইরে। শাইখুল ইসলাম বলেন, মুসুল্লীদের অনিচ্ছায় যে হাঁচি, হাঁই ও কান্না হয়ে থাকে, তাতে জমহুরের নিকট সহীহ মতানুসারে নামায বাতিল হবে না। কারণ এ গুলো স্বভাবগত বিষয় যা আটকানো সম্ভব নয়। আর যে মতে বলা হয়েছে বাতিল হয়ে যাবে সালাফগণের নিকট তার কোন মূল্য বা ভিত্তি নেই।

قوله: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.

অর্থাৎ,অথবা নিষ্প্রয়োজনে গলা সাড়া দিলে ও তাতে দু'টি অক্ষর উচ্চারিত হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটি নামায বিনষ্টকারী চতুর্থ কর্ম যা কথা

বলার অন্তর্ভুক্ত। সেটি হচ্ছে (التنحنح) (তানাহনোহ) এর অর্থ হলো, পেটের/গলার ভিতরে শব্দ করা। নামায বাতিল হওয়ার জন্য লেখক এখানে দু'টি শর্ত আরোপ করেছেন।

১. তা যেন নিস্প্রয়োজনে হয়,নিস্প্রয়োজনে করা মানে নামাযে খেল,তামাশা করা। তবে যদি প্রয়োজনে হয় তাহলে তাতে বাতিল হবে না, যেমন গলায় কিছু লেগে গেলে সেটি দূর করার জন্য হুঁ-হাঁ করা।

২. দু'টি অক্ষর উচ্চারিত হতে হবে, একটি অক্ষর উচ্চারিত হলে বাতিল হবে না। আল্লাহই ভাল জানেন, সহীহ হচ্ছে কেবল গলা সাড়াতে বাতিল হবে না, তবে নিস্প্রয়োজনে বার বার ও অতিমাত্রায় করলে বাতিল হবে। কেননা নবী ﷺ নামাযে কথা হারাম করেছেন, তাতে গলা সাড়ার কথা অন্তর্ভক্ত নয়। শাইখুল ইসলাম বলেন, গলা সাড়া মূলতঃ কথার অন্তর্ভুক্ত নয়। সেটি ফুঁক মারার মত। সুতরাং গলা সাড়া স্বয়ং অথবা অন্যের সহযোগিতায় কোন অর্থ বুঝায় না। সেই জন্য গলা সাড়া দেয়া ব্যক্তিকে মুতাকাল্লিম বা বক্তা বলা যাবে না। পরিস্থিতির আলোকে গলা সাড়ার ভাব উপলব্ধি করা যাবে। সুতরাং এটি হয়ে গেল ইশারার মত। যা নিশ্বাস নেয়ার মত স্বাভাবিক বিষয়।

সারমর্ম

কালেমার (শব্দের) তিন প্রকারঃ

১. এমন কালেমা যা কোন কিছুর অর্থ বুঝায়। যেমন, হাত, মুখ দাঁত ইত্যাদি।

২. এমন কালেমা, যার নিজস্ব কোন অর্থ নেই, অপরের সাহায্যে অর্থ বুঝায়। যেমন, عن،من،في ইত্যাদি। এ কালেমা দু'টির অর্থ আছে, এ দ্বারা নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন,যদি শারয়ী ওযর না থাকে যা বাতিল হওয়াকে রুখতে পারে।

৩. এমন কালেমা মূলতঃ যার স্বয়ং কোন অর্থ নেই। যেমন কান্না, হুঁ-হুঁ, গুন্‌জন। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতে উক্ত শব্দে নামায বাতিল হবে না। কারণ ভাষাগত দিক থেকে তা কোন কথার অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

ফায়েদা (উপকারী কথা)

মুসুল্লীর যদি এমনি হাঁই, হাঁচি চলে আসে তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না, যদিও দু'টি অক্ষর প্রকাশিত হয়, কারণ তা শ্বাস ও ইঙ্গিতের মত স্বাভাবিক শব্দ। কারণ এগুলো মুসল্লীর ইচ্ছার বহির্ভূত। অনুরূপ যদি শ্বাস নেয়ার সময় "আহ" বলে ফেলে এবং হাঁই তুলার সময় "হা-হা" বলে ফেলে তাও কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এ গুলোর প্রতিরোধ করার শক্তি মুসুল্লী রাখে না অথবা সে গুলো অনিচ্ছায় হয়েছে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

পরিচ্ছেদ

قوله: فصل، هذا هو القسم الثاني مما يشرع له سجود السهو، وهو النقص في الصلاة

---

[১]. *সারর্মঃ আলেমগণ ঐ ব্যক্তির নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে নামাযের স্বার্থ ব্যতীত হারাম জেনেও ইচ্ছা করে কথা বলবে। তবে না জেনে, অজ্ঞাত সারে বাধ্য হয়ে, নামাযের স্বার্থে এবং অন্ধ ব্যক্তিকে সর্তক করার উদ্দেশ্য কথা বলার ক্ষেত্রে আলেমগণ মত বিরোধ করেছেন। হাম্বলী, হানাফী এরং জমহুর তাবেয়ীন নামায বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, দলীল বুখারী-মুসলিমে ইবনে মাসউদের হাদীসঃ "সাহাবাগণ বলেন আমরা আপনার উপর সালাম দিতাম এবং আপনি তার উত্তর দিতেন (কিন্তু এখন দেন না কেন? তিনি বললেন,(নিশ্চয় নামাযের মধ্যে ব্যস্ততা আছে।) আর এটি অধিকাংশ জ্ঞানীদের মত। মালেকী, শাফেয়ীগণ বলেন, ভুলে, অজানতে অথবা নামায শেষ হয়েছে মনে করে সালাম ফিরে কথা বললে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও গবেষকদের মত। দলীল, যুল ইয়াদায়ন মুআবিয়াহ বিন হাকামের হাদীসঃ*

أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. (أحمد، وابن ماجة بسند صحيح.)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল-াহ আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি এবং বাধ্যতামূলক কৃত কর্মকে আমার জন্য ক্ষমা করেছেন। (আহমাদ, ইবনে মাজা, সহীহ সানাদ)

পরিচ্ছেদ, যে কারণে সহু সিজদাহ শারয়ী বিধান ভুক্ত, এটি তার দ্বিতীয় প্রকার। সেটি হচ্ছে নামাযে ঘাটতি।

এই পাঠে লেখকের উল্লেখিত কথা ছিল অতিরিক্ত কর্ম সম্পর্কে। এর পূর্বে বলা হয়েছে,অতিরিক্ত বলতে, কথা ও কর্মে অতিরিক্ত,যার বিস্তারিত বর্ণনা ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

وقوله:ومن ترك ركنا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন রুকন বর্জন করবেঃ

লেখক এখানে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য রুকনের কথা বলেছেন, কারণ তাতে সম্পাদন ও সাহু সিজদা সম্ভব। কিন্তু তাকবীরাতুল ইহরাম এমন রুকন যা ভুলে বা ইচ্ছায় বর্জন করলে নামায আরম্ভই হবে না। কারণ তা ব্যতীত নামায সম্পাদিত হয় না। এর ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قوله: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركها منها.

অর্থাৎ,অতঃপর মুসুল্লীর দ্বিতীয় রাকাআতের কিরাত আরম্ভ করার পর স্মরণ হলো তা হলে যে রাকাআতের রুকন ছাড়া পড়েছে তা বাতিল।

এ মাসআলার এটি প্রথম অবস্থাঃ দ্বিতীয় রাকআত শুরু করার পর যদি মুসুল্লীর বর্জিত রুকন স্মরণ হয়, তাহলে লেখক মনে করেন যে, মুসুল্লী তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য রুকন বর্জন করে থাকলে এবং দ্বিতীয় রাকাআতের কিরাত আরম্ভ করার পর স্মরণ হলে যে রাকাআতের রুকন বাদ পড়েছে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে। তার পরের রাকাআতটি তার স্থলাভিষিক্ত হবে। সেই জন্য "বাতিল" শব্দের অর্থটি অনর্থক বা মূল্যহীন হবে, "বাতিল" শব্দের প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইবাদতে "বাতিল" শব্দ ব্যবহৃত হলে তা আপাদমস্তক বাতিল হওয়া বুঝায়। এখানে ঐ রাকাআতটি মুল্য হীন হওয়ার কারণ হচ্ছে যে মুসুল্লী তার রুকন ছেড়ে দিয়েছে, তার পরের রাকাআতের সাথে গোলমাল লেগে যাওয়ার জন্য সে রুকনটিকে সম্পাদন করা হয়নি।

আল্লাহই ভাল জানেন, তবে সহীহ হচ্ছে যে সে রাকাআতটি বাতিল হবে না, যতক্ষণ না পরের রাকাআতে বর্জিত রুকনের স্থানে না পৌঁছবে। এই অগ্রাধিকার মতের উপর ভিত্তি করে মুসুল্লীর (বর্জিত রুকনের দিকে)

ফিরে যাওয়া ওয়াজিব, যতক্ষণ না (দ্বিতীয় রাকাআতে) বর্জিত রুকনের স্থলে পৌছে। যেমন, মুসুল্লী যদি দ্বিতীয় রাকাতে দাড়িয়ে যায় এবং ফাতেহা পাঠ করতে আরম্ভ করে এমন সময় তার স্মরণ হচ্ছে যে সে প্রথম রাকাআতে কেবল একটি সিজদা করেছে তাহলে তার বর্জিত রুকনের দিকে ফিরে গিয়ে সিজদা করা এবং বাকী কর্ম পূরণ করা ওয়াজিব। তা না হলে বর্জিত রুকন যথা স্থানে হচ্ছে না। কারণ নামাযে তারতীব শর্ত আছে। (আগের কর্ম আগে পরের কর্ম পরে)। সেই জন্য বর্জিত রুকন যথাস্থানে না হয়ে নামাযের বাকী কর্ম চালিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না, এ মতটি শায়েখ আব্দুর রহমান আসসাদী এবং শায়েখ মুহাম্মাদ উসাইমীনের (রাহঃ)।

শায়েখ আব্দুল্লুলাহ বাস্সাম "নাইলুল মাআরিবে"১/২৮৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, মুসুল্লী যখন কোন এক রাকাআতের সিজদা ভুলে গিয়ে তার পরের রাকাআতের জন্য দাড়িয়ে যাবে তখন তার উপর ওয়াজিব হবে যে সে যেন পূর্বের রাকাআতের সিজদার জন্য ফিরে যায়, যা সে করতে ভুলে গিয়েছে, তারপর তার বাকী নামায পূরণ করবে এবং সহু সিজদা করবে। আর যদি ভুলে বাদ পড়া সিজদা স্মরণ না হয় এবং দ্বিতীয় রাকাআতের সিজদার স্থলে পৌছে যায় তা'হলে পূর্বেকার রাকাআত মূল্যহীন হবে এবং পরের রাকাআত তার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর সহু সিজদা করবে। এ সিজদাটিও তখন অন্যান্য সহু সিজদার ন্যায় হবে যা রুকন ভুলে বাদ পড়া অবস্থায় করা হয়।

وقوله: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.

অর্থাৎ তার (দ্বিতীয় রাকাআত শুরু করার) পূর্বে মুসুল্লীর ফিরে গিয়ে সেটি ও তার পরের কর্ম সম্পাদন করা ওয়াজিব।

এটি দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ মুসুল্লী দ্বিতীয় রাকাআত শুরু করার পূর্বে যদি বর্জিত রুকন স্মরণ হয়, তা'হলে এক্ষেত্রে লেখক মনে করেন যে, মুসুল-ীর ফিরে যাওয়া ও বর্জিত রুকন সম্পাদন করা এবং পরের বাকী কর্ম সম্পাদন করা ওয়াজিব। কারণ ভুলের জন্য রুকন রহিত হয় না, বিশেষ করে এ অবস্থায় রহিত হবে না কারণ মুসুল্লী যথা স্থানে স্মরণ করেছে। যেমন, মুসুল্লী শেষ রাকাআতে সিজদা ভুলে ছেড়ে দিলো অতঃপর তা সালাম ফিরার

পূর্বে স্মরণ হলো,এ অবস্থায় বর্জিত সিজদা করে নিয়ে তাশাহুদ করে সহু সিজদা করে সালাম ফিরবে। আর যদি ইচ্ছা করে সিজদা না করে তা'হলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে ইচ্ছা করে রুকন বর্জন করল যা তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল।

قوله: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.

অর্থাৎ,যদি সালাম ফিরার পর স্মরণ হয় তাহলে যেন পুরো রাকাআতটাই বর্জন করল। লেখক সালাম ফিরার পূর্বে স্মরণ হওয়ার অবস্থার বিধান বর্ণনা করার পর সালাম ফিরার পর স্মরণ হওয়ার অবস্থার বিধান বর্ণনা করছেন। অতঃপর তিনি বলেন, মুসুল্লী যদি সালাম ফিরার পর জানতে পারে যে সে রুকন ছেড়ে দিয়েছে, তা'হলে সে যেন পুরো রাকআতটাই ছেড়ে দিয়েছে, সে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঐ রাকাআতটি পড়ে তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরবে এবং সহু সিজদা করে সালাম ফিরবে অথবা এক রাকাআত পড়ে সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করে সালাম ফিরবে। এটি লেখকের নিকট। পুরো রাকাআত বাতিল করার দর্শন হচ্ছে যে রুকন বর্জনে পুরো রাকাআত বাতিল হয়। সুতরাং ঐ রাকাআতটি গণ্য করা হবে না, (রুকন ছাড়া) রাকাআতের অস্তিত্ব অস্তিত্বহীনের মত। আর এটি বান্দার জন্য সতর্কতামূলক। অন্যরা বলেন, পুরো রাকাআত ঘুরিয়ে পড়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে যেটি ছাড়া পড়েছে সেটি ও তার পরের কর্ম গুলি করবে। কারণ বর্জিত রুকনের পূর্বে সব কর্ম গুলো সঠিক স্থানে সম্পাদিত হয়েছে, সেই জন্য দ্বিতীয় বার করা মুসুল্লীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু বর্জিত রুকনের পরের কর্ম গুলি তারতীবের (নামাযের ধারাবাহিকতা রক্ষার) জন্য সম্পাদন করা আমরা ওয়াজিব বলেছি। শারহে মুমতে' এর ৩/৫০৭,পৃষ্ঠায় শায়েখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন এই মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই কাউল বা উক্তিটি ঠিক, কেননা বর্জিত রুকনের কর্মসূহ যথাস্থানে সম্পাদিত হয়েছে তা বাতিল করণের কোন পন্থা নেই। কিন্তু বর্জিত রুকনের পরের কর্ম সমূহ ধারাবাহিকতার রক্ষার উদ্দেশ্যে তা পুনরায় সম্পাদন করা আমরা ওয়াজিব বলেছি।

উল্লেখিত বিবরণীর সারমম

লেখকের কথা অনুযায়ী রুকন বর্জনের তিনটি অবস্থা

১. পরের রাকাআতের ক্বিরাত শুরু করার পূর্বে স্মরণ হলে মুসুল্লীর কর্তব্য সেটি ও তার পরে কর্ম সম্পাদন করে নামায পড়তে থাকা।
২. সালাম ফিরার পর জানা, এ অবস্থায় তা পুরো রাকাআত বর্জনের শামিল।
৩. পরের রাকাআতে কেরাত শুরু করার পর জানলে যে রাকাআতের রুকন বর্জিত হয়েছে সেটি বাতিল হবে এবং পরের রাকাআতটি তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যদি প্রথম রাকাআতের বর্জিত রুকন পরের রাকাআতের রুকনের স্থলে পৌছনোর পূর্বে স্মরণ হয়, তা'হলে তা সম্পাদন করার উদ্দ্যেশ্য ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি বর্জিত রুকন পরের রাকাআতের রুকনের স্থলে পৌছানোর পর স্মরণ হয় তা'হলে সেটি সম্পাদন করা হবে না, বরং যে রাকাআতের রুকন বর্জিত হয়েছে সে রাকাআতটি বাতলি হয়ে যাবে, এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত। আর যদি সালামের পর স্মরণ হয় তা'হলে লেখকের মতে সর্তকতা মূলক পুরো রাকাআত ঘুরিয়ে পড়তে হবে। অন্যরা মনে করেন কেবল বর্জিত রুকন ও তার পরের কর্ম গুলি করলে যথেষ্ট হবে, পুনরায় পুরো রাকাআত পড়া কোন প্রয়োজন নেই, এটি সঠিক ও দলীলের কাছা কাছি।

قوله: وإن نسى التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع

অর্থাৎ, যদি প্রথম তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে উঠার সময় সম্পূর্ণ সোজা হয়ে না দাড়িয়ে থাকে তা'হলে ফিরে বসে যাওয়া আবশ্যক। আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তা'হলে ফিরে যাওয়া ঘৃণিত, আর যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে ক্বেরাত শুরু করে দেয় তা'হলে ফিরে যাওয়া হারাম।

লেখক এখানে রুকন বর্জিত হলে তার কি বিধান তা বর্ণনা করার পর ওয়াজিব বর্জিত হলে তার কি বিধান তার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন এবং প্রথম

তাশাহ্হুদ ভুলে গেলে কি করতে হবে তার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি এই ভুলের অবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেনঃ

১.যদি প্রথম তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে উঠতে যায়, সোজা না হয়ে থাকে, তা'হলে পুনরায় বসে যাওয়া জরুরী। কারণ তার ওয়াজিব এমন সময় ছুটতে যাচ্ছে যা তখনও পাওয়া ও সম্পাদন সম্ভব। তবে এ অবস্থাটি কয়েক ভাবে হতে পারে। হয়তো মুসুল্লীর নিজ স্মরণ হবে অথবা নিতম্ব, গোড়ালি, কিংবা উরু এবং গোছা আলাদা হওয়ার পূর্বে তাকে কেউ স্মরণ করাবে,উভয় অবস্থাতে বসে গিয়ে তাশাহহুদ পড়বে, তাকে আর কিছু করতে হবে না। কারণ সে তার নামাযে অতিরিক্ত কিছু ঘটায় নি। কিন্তু নিতম্ব গোড়ালী থেকে অথবা উরু গোছা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর নিজ স্মরণ হলে অথবা কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে তার বসে যাওয়া এবং সহু সিজদা ওয়াজিব। কারণ সে উঠতে গিয়ে নামাযের সাধারণ বৈঠকের যে রূপ তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ইবনে কাসেম "হাশিয়া" গ্রন্থে ২য় খন্ড/ ১৬৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, যদি নিতম্ব গোড়ালি থেকে আলাদা হয়ে যায় তা'হলে সহু সিজদা ওয়াজিব নচেৎ নয়। কিন্তু বসা ওয়াজিব।

২. যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু ক্বেরাত শুরু করেনি তা'হলে না বসা উত্তম। যদি বসে যায় তা'হলে অপছন্দীয় জায়েয। এটি এ জন্যে যে সে এমন এক রুকনে লিপ্ত হয়ে পড়েনি যা প্রত্যক্ষভাবে বাঞ্ছিত। বরং তা পরোক্ষভাবে বাঞ্ছিত। আর তা হল কিয়াম। এই জন্য অক্ষম অবস্থায় তা বর্জন করা বৈধ। অথচ অন্য রুকনসমূহ তার বিপরীত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ».(سنن أبى داود1 / 398،ابن ماجة بسند صحيح)

অর্থ,মুগীরাহ বিন শো'বাহ ﷺ বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম যদি দ্বিতীয় রাকাআতের পর উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই স্মরণ করেন, তা'হলে তিনি যেন বসে যান। যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকেন

তা'হলে বসবেন না, দু'টি সহু সিজদা করবেন। (আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ সানাদে)

উল্লেখিত অবস্থায় ফিরে বসে যাওয়া ঘৃণিত, কেননা সে যদি বসেও যায় তা'হলে নামায বাতিল হবে না, কারণ তিনি হারাম কাজ করেননি।

৩. যদি ক্বেরাত শুরু করে দেয় তা'হলে ফিরে বসে যাওয়া হারাম।

অর্থাৎ, যদি তার পরের রাকাআতের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়,ফাতেহা পড়তে আরম্ভ করে দেয়, তা'হলে ফিরে বসে যাওয়া হারাম। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, فإذا استوى قائما فلا يجلس অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে বসবে না। কারণ সে অন্য একটি ফরয শুরু করে দিয়েছে তা বর্জন করা যাবে না। এক্ষেত্রে ফিরে বসা হারাম । আর যদি সে জেনে শুনে ইচ্ছা করে ফিরে বসে যায় তা'হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু সে নামাযেরই শ্রেণীভুক্ত একটি কর্ম হারাম জেনে এবং সে নামযে আছে জেনেও অতিরিক্ত করেছে। এ মতটিকে (ইমাম আহমাদ থেকে) এক বর্ণনা অনুযায়ী মুওয়াফ্ফাক (বিন কুদামা) প্রমুখ (আলেমগণ) সুনিশ্চিত বলে ব্যক্ত করেছেন। এটি সেই মাসআলার অধিকতর সদৃশ,যদি একটি রুকু অতিরিক্ত করা হয়। পরন্তু (প্রথম তাশাহহুদ ছেড়ে) ইমামের দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর যদি মুক্তাদীরা (সুবহানাল্লাহ) বলে, তাহলে তিনি ফিরে বসে যেতে বাধ্য নন।

قوله: وعليه السجود للكل.

উক্ত সকল অবস্থায় সিজদায়ে সহু ওয়াজিব।

অর্থাৎ, উল্লেখিত তিন প্রকার অবস্থায় সহু সিজদা ওয়াজিব। কেবল সে অবস্থা ছাড়া, (যে কথা এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে,অর্থাৎ নিতম্ব গোড়ালি থেকে আলাদা এবং গোছা উরু থেকে আলাদা না হওয়ার অবস্থায় সহু সিজদা ওয়াজিব নয়।) দলীল মুগীরা বিন শো'বার হাদীস।

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ».(سنن أبى داود1 / 398،ابن ماجة بسند صحيح)

অর্থ,মুগীরাহ বিন শো'বাহ ﷺ বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাআতের পর উঠার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই স্মরণ করবেন তখন তিনি যেন বসে যান। যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকেন তা'হলে বসবেন না, দু'টি সহু সিজদা করবেন। (আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ সানাদে)

যে ব্যক্তি দু'রাকাআত পড়ে তাশাহহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তাকে অবশ্যই সহু সিজদা করতে হবে। উক্ত হাদীসে তার অকাট্য দলীল পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থায় সহু সিজদায় কোন দ্বন্দ নেই।

উপকারী কথা

প্রথম তাশাহহুদের সহু সিজদার বিধান অন্যান্য সকল ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন তা করতে ভুলে যাবে। যেমন, কেউ রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলতে ভুলে গিয়ে রুকু থেকে উঠার সময় সম্পূর্ণ দাঁড়ানোর পূর্বে স্মরণ হয়ে গেল, এ ক্ষেত্রে তার রুকুতে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তা'হলে রুকুতে ফিরে যাওয়া অবৈধ এবং তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব। কারণ সে ওয়াজিব বর্জন করেছে। সিজদাদ্বয় হবে সালামের পূর্বে, কেননা এখানে কর্ম হ্রাস হয়েছে,তা'হলো ওয়াজিব বর্জন। অনুরূপ কেউ সুবহানা রাব্বিয়াল আলা না বলে দু'সিজদায় বসে যায় অথবা তার পরের রাকাআতের জন্য উঠে যায়,তা'হলে সিজদায় ফিরে না গিয়ে সহু সিজদা করবে। এ ভাবে অন্যান্য ওয়াজিবের ক্ষেত্রে করবে। কোন ব্যক্তি যে কোন ওয়াজিব ভুলে বর্জন করে তার স্থান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তারপরের রুকনের স্থানে পৌছে গেলে সে বর্জিত ওয়াজিব সম্পাদন করার জন্য ফিরে যাবে না। কিন্তু কর্ম হ্রাসের জন্য তাকে অবশ্যই সহু সিজদা করতে হবে এবং সিজদা হবে সালামের পূর্বে।

وقوله: ومن شك في عدد الركعات أخذ الأقل.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ করবে সে কম সংখ্যা ধরে নিবে। এটি তৃতীয় প্রকার আলোচনা যাতে সহু সিজদার বিধি রয়েছে। অর্থাৎ নামাযে সন্দেহ হলে সহু সিজদা দিতে হবে,লেখক তার হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। প্রথমে রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহের কথা আরম্ভ করেছেন, সন্দেহ ছ'টি অনুভূতির প্রকারের মধ্যে একটি।

১. আল ইলমঃ (জ্ঞান) কোন জিনিসকে তার প্রকৃত অবস্থায় নিশ্চিত ভাবে জানা।

২. আল-জাহলুল বাসিতঃ কোন বস্তুকে ভালভাবে না জানা।

৩. আল-জাহলুল মুরাক্কাবঃ কোন বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থার বিপরীত জানা।

৪. আযযান (ধারণা)ঃ কোন বস্তুকে অনাগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের বিপরীত সম্ভাবনার সাথে জানা।

৫. অহাম (ভুল ধারণা)ঃ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের বিপরীত সম্ভবনার সাথে কোন জিনিসকে জানা।

৬. শাক্ক (সন্দেহ)ঃ সমান অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের বিপরীত সম্ভাবনার সাথে কোন বস্তুকে জানা।

সন্দেহের ব্যাপারে তিনটি নীতিকে অবশ্যই জানতে হবে

১. কর্ম শেষ করার পর যদি সন্দেহ হয় তা'হলে সেটি গণ্য হবে না। কেননা কর্ম শারয়ী পদ্ধতি মুতাবিক সম্পাদিত হয়েছে, এটির বিপরীতে কোন কিছু পাওয়া যায়নি। সুতরাং দায়িত্ব পালিত হয়ে গিয়েছে।

২. সন্দেহ যদি অহাম হয়, অর্থাৎ,অগ্রাধিকার দিকের সাথে অনাগ্রাধিকার দিকও মনে উদয় হয়ে স্থায়ী না হয়ে চলে গেলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা মানুষ যদি অধিক অহাম সম্পন্ন হয় তা'হলে অধিক ক্লান্ত হবে, কারণ সেটির কোন হাকীকাত নেই।

৩. মানুষ অধিক সন্দেহ করতে থাকলে অবশেষে এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবে যে সে যে কর্ম করবে সেটিতেই সন্দেহ পোষণ করবে। সেই জন্য এটিও

গণ্য হবে না। এটি একটি ব্যাধি। কারণ এটি শয়তানের কুমন্ত্রণায় হয়ে থাকে, ইবাদত হতে মানুষকে আটকে দিতে এবং সেটিকে তার উপর ভারি ও বিনষ্ট করতে শয়তান কুমন্ত্রণা যোগায়।

উক্ত তিনটি অবস্থা ব্যতীত লেখকের আসল উদ্দেশ্য, যা তিনি বলেছেন,

ومن شك في عدد الركعات أخذ الأقل.

অর্থ,কেউ রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ করলে কম সংখ্যা ধরে নিবে। অর্থাৎ, দু'রাকাআত পড়ছে না তিন রাকাআত? তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? এক্ষেত্রে কম সংখ্যাটি ধরে নিবে এবং দু'রাকাআতকে এক রাকাআত, তিন রাকাআত দু'রাকাআত,চার রাকাআতকে তিন রাকাআত গণ্য করবে। অনুরূপ সিজদা সমূহের ক্ষেত্রে । এর দলীল ও কারণঃ

দলীলঃ রাসূল ﷺ এর বাণীঃ

عن عبدالرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والإثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الإثنين أو الثلاث فليجعلها الاثنين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم . (الأحاديث المختارة للضياء المقدسي – (1 / 457، أحمد، ابن ماجة بسند صحيح)

অর্থ, আব্দুর রহমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ তার নামাযে ভুল করবে,এমন কি বেশী পড়ল না কম? বুঝতে পারছে না? অর্থাৎ দু'রাকাআত পড়েছে না এক রাকাআত এই সন্দেহ পোষণ করবে,তখন সেটি এক রাকাআত গণ্য করবে। যখন দুই ও তিন রাকাআতে সন্দেহ হবে,তখন সেটি দুই রাকাআত ধরবে। যখন তিন ও চার রাকাআতে সন্দেহ হবে তখন তিন রাকাআত ধরে নিবে। তাহলে অহাম (ধারণাটি) হবে অতিরিক্তে। অনুরূপ সালাম ফিরার পূর্বে বসাবস্থায় দু'টি সিজদা করবে এবং সালাম ফিরবে।

(হাদীস মুখতারাহ,যিআউল মাকদেসী,১/৪৫৭,আহমাদ, ইবনে-মাজা সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন।)

এর কারণ হচ্ছে যে,কমটাই নিশ্চিত,বেশী সংখ্যাটি সন্দেহজনক নিয়ম অনুসারে যার অস্তিত্বে সন্দেহ, ধরে নিতে হবে মূলত সেটি অস্তিত্বহীন। সন্দেহ মুক্ত দিকটি গ্রহণ করা শরীয়তের চাহিদা।

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. (صحيح مسلم1 / 400)

অর্থ,আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার নামাযে সন্দেহ পোষণ করবে যে, সে তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত? সে জানে না ক' রাকাআত পড়েছে? তখন সে সন্দেহ বর্জন করে নিশ্চিত দিকটির উপর ভিত্তি করবে এবং সালাম ফিরার পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি পাঁচ রাকআত পড়ে থাকে তা'হলে (সহু সিজদা দ্বারা) দু'রাকাআত জোড় হয়ে যাবে আর যদি সত্যিকার (তিন রাকাআত ছিল), এক রাকাআত সংযোজন করে চার রাকাআত পূরণ করা হয়ে থাকে তা'হলে সেটি শয়তানকে লাঞ্ছিত বা রাগান্বিত করার জন্য হবে। (মুসলিম)।

ইমাম নওয়াবী বলেন,যে ব্যক্তি দু'দিকের মধ্যে কোন এক দিককে অগ্রাধিকার দিতে পারছে না সে যেন কমের উপর ভিত্তি করে। এটি সর্ব সম্মত মতামত। কিন্তু যার চার রাকাআতের দৃঢ় ধারণা আছে তার কথা আলাদা। তবে সন্দেহের স্থানে লেখকের বক্তব্য ছিল সাধারণ। অর্থাৎ দু'দিকের মধ্যে কোন একটি দিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয় অথবা কোন দিকেই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত না হয়ে বরাবর হয় এই ক্ষেত্রে। আল্লাহ ভালো জানেন আমার মনে হচ্ছে লেখকের কথা মত আমল ঠিক হবে। অর্থাৎ কোন এক দিক অগ্রাধিকার না পাওয়া বরং উভয় দিকের সম্ভাবনা সমান হওয়া অবস্থায় নিশ্চিত অবস্থার উপর অর্থাৎ কমের উপর ভিত্তি করবে। আর যদি দু'দিকের

মধ্যে এক দিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং তার উপর ধারণা অধিক হয় তাহলে সেটির উপর ভিত্তি করে আমল করে নামায পূরণ করবে, সালাম ফিরবে, তারপর দু'টি সাহু সিজদা করে সালাম ফিরবে।

নবী ﷺ বলেছেন,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(صحيح البخاري ،1 / 411، مسلم)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ তার নামাযে সন্দেহ পোষণ করবে তখন সে সঠিক দিকটি গ্রহণ করে সেই মুতাবিক নামায পূরণ করবে তারপর সালাম ফিরবে। অতঃপর দু'টি সিজদা করে (সালাম ফিরবে) (বুখারী, মুসলিম)।

وإن شك في ترك ركن فكتركه.

অর্থাৎ,যদি রুকন বর্জনে সন্দেহ করে,তা'হলে সেটি বর্জনের ন্যায়। এটি সন্দেহের আর এক প্রকার তা হলো রুকন সমূহে সন্দেহ, অর্থাৎ রুকন সম্পাদন করেছে? না কি ছেড়েছে এ রকম সন্দেহ করা? লেখক এক্ষেত্রে বলেন, রুকন বর্জনে সন্দেহ পোষণ, রুকন বর্জনের ন্যায়, সুতরাং সন্দেহ যুক্ত রুকন এবং বাকী কর্ম অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। সন্দেহের উভয় দিক সমান হোক অথবা কোন এক দিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হোক। কিন্তু তারপরের রাকাআতে কিরাত আরম্ভ করে দিলে দ্বিতীয় রাকাআতটি পূর্বেকার রাকাআতের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং পূর্বের রাকাআতটি বাতিল হয়ে যাবে যেটির রুকন বর্জনের সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে।

আল্লাহ অধিক জানেন, আমার মতে সহীহ হচ্ছে, সন্দেহের উভয় দিক যখন সমান হবে তখন সন্দেহ যুক্ত রুকনের দিকে ফিরে যাবে যতক্ষণ না তারপরের রাকাআতের রুকনের স্থানে না পৌঁছাচ্ছে। আর যদি তারপরের রাকাআতের রুকনের স্থানে পৌঁছে যায় তা'হলে সন্দেহ কৃত (কর্মের) স্থান অধিকার করবে। (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাআতটি প্রথম রাকাআতের স্থান অধিকার করবে) অতঃপর সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করবে। আর যদি উভয় দিকের মধ্যে এক দিকের ধারণাটি বেশী হয় তাহলে সেটি উপর ভিত্তি করে আমল করবে। এবং সালামের পরে সিজদা করবে।

ولا يسجد لشكه في ترك واجب.

অর্থাৎ, ওয়াজিব বর্জনে সন্দেহ হলে সিজদা করবে না। এটি সন্দেহের তৃতীয় প্রকার। তা হলো ওয়াজিব সমূহে সন্দেহ। লেখক মনে করেন ওয়াজিব বর্জনের সন্দেহে সহু সিজদা ওয়াজিব নয়, সন্দেহের উভয় দিক সমান হোক অথবা কোন এক দিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হোক। কেননা এ অবস্থায় সহু সিজদা ওয়াজিব না হওয়াটাই মূল।

আল্লাহ অধিক জ্ঞাত, আমার মতে ওয়াজিব বর্জনের সন্দেহে ওয়াজিব বর্জনের মতই, সুতরাং সহু সিজদা ওয়াজিব হবে যখন সন্দেহের উভয় দিক সমান হবে। সিজদা হবে সালাম ফিরার পূর্বে। কারণ তাশাহ্হুদ বিলুপ্ত হওয়াটা হচ্ছে মূল, সেই জন্য কেবল সহু সিজদা করবে। আর যদি সন্দেহের উভয় দিকের মধ্যে কোন এক দিকের ধারণা জয়ী হয় তাহলে সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে আমল করবে, যেমন প্রথম তাশাহ্হুদে করেছে যদি এ ধারণা বিজয়ী হয় তা'হলে এ অবস্থায় সন্দেহ হলেও সহু সিজদার প্রয়োজন নেই। কেননা মূলতঃ সিজদার ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিলুপ্ত। অপর দিকে তাশাহহুদ না করার দিকে ধারণা জয়ী হলে সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করবে। কারণ সেটি ঘাটতির জন্য, নিয়ম হচ্ছে কর্ম ঘাটতি হলে সিজদা সালাম ফিরার পূর্বে হবে।

قوله: أو زيادة.

অর্থাৎ, তাঁর কথা (অথবা অতিরিক্ত)।

এটি সন্দেহের চতুর্থ অবস্থা। তা হলো অতিরিক্তে সন্দেহ। যেমন রুকু-সিজদা বেশী হয়ে গেল কি না তার সন্দেহ অথবা শেষ তাশাহ্হুদে চার রাকাআত পড়ল না পাঁচ রাকাআত তার সন্দেহ? লেখকের মতানুসারে ঐ সন্দেহের উপর সহু সিজদাহ নেই। কারণ অতিরিক্ত না হওয়াটাই মূল।

সুতরাং অতিরিক্ত না হওয়াটাই নিশ্চিত। সহীহ হচ্ছে (আল্লাহ ভাল জানেন) অতিরিক্তে সন্দেহের কয়েকটি অবস্থা আছেঃ

১. মুসুল্লী যখন অতিরিক্ত কর্মে সন্দেহ করবে,অতঃপর অতিরিক্ত কর্মে নিশ্চিত হবে (যে বেশী করছে) তখন অতিরিক্ত কর্মের জন্য সহু সিজদা ওয়াজিব হবে, সন্দেহের জন্য নয়।

২. মুসুল্লী যখন অতিরিক্ত কর্ম সম্পাদনের সময় সন্দেহ করবে, যেমন সে সিজদা করার অবস্থায় সন্দেহ করছে যে, সে বেশী সিজদাহ করছে কি না? অথবা চতুর্থ রাকাআতে সন্দেহ করছে যে, সে চতুর্থ রাকাআত পড়ছে না পঞ্চম রাকাআত? তখন তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে, কেননা সে সলাতের কিছু অংশ সন্দেহে পোষণের অবস্থায় কাটিয়েছে।

৩. যদি কর্ম শেষ হওয়ার পর সন্দেহ করে (যে হয়তো বেশী কর্ম হয়ে গিয়েছে) তা'হলে তার উপর সিজদাহ নেই। কারণ অতিরিক্ত কর্ম ও সিজদাহ না থাকাই মূল।

قوله: ولا سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه.

অর্থাৎ,মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে সহু নেই,কিন্তু ইমামের অধীনে থাকা কালীন তাঁর অনুসরণে সহু সিজদা করতে হবে। কেননা ইমামের সহু সিজদা সম্পর্কে যে বিধান উল্লেখিত হয়েছে সেই বিধান মুক্তাদীর সহু সিজদা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

قوله: ولا سجود يشمل السجود للشك أو النقص أو الزيادة.

অর্থাৎ, এমন কোন সিজদা নেই যা কম-বেশী,সন্দেহ সব গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

উক্ত মাসআলার সারমর্মঃ

১. মুক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাত আরম্ভ করবে এবং যে কারণে সালামের পূর্বে অথবা পরে ইমামের উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে,এ ক্ষেত্রেও মুক্তাদীর উপর তার ইমামের অনুসরণে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে । কেননা নবী ﷺ বলেছেন,

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفلوا. (البخاري)

অর্থ, ইমাম নির্ধারিত হয়েছেন তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তার বিপরীত গামী হয়ো না। যেমন, ইমাম রুকুতে (সুবহানা রব্বিইয়াল আযীম) বর্জন করেছে, মুকতাদী তা জানেনা এ সত্ত্বেও মুক্তাদী ইমামের অনুসরণে সহু সিজদা করবে।

২. মুক্তাদীর ইমামের সাথে নামায আরম্ভ করা ও ভুল করা। এ অবস্থায় মুক্তদীর উপর সহু সিজদা নেই, দলীল রাসূল ﷺ এর ঐ সাধারণ হাদীসঃ

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفلوا. (البخاري)

অর্থাৎ, ইমাম নির্ধারিত হয়েছেন তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তার বিপরীত গামী হয়ো না।(বুখারী) কারণ সহু সিজদা ওয়াজিব, রুকন নয়। আর ইমামের অনুসরণের কারণে মুক্তাদীর উপর থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। যেমন, ইমাম যদি ভুলবশতঃ প্রথম তাশাহহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে যায় তা'হলে (তার সঙ্গে মুক্তাদীও দাঁড়িয়ে যাবে) তার উপর থেকে এই ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। এর আরো উদাহরণ যেমন, মুক্তাদী ভুলবশতঃ সিজদায় (সুবহানা রব্বিইয়াল আ'লা) বলতে ভুলে গেলে এ অবস্থায় সে সহু সিজদা করবে না, তার ইমামের অনুসরণ করবে। কেননা সে যদি সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করে তা'হলে ইমামের আনুগত্য থাকছে না।

৩. মাসবুক (পরে নামাযে যোগদান কারী) মুক্তাদী হলে এবং ইমামের ভুলের কারণে যদি সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা ওয়াজিব হয়,তা'হলে এ অবস্থায় ইমামের অনুসরণার্থে ইমামের সাথে তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। উদাহরণ স্বরূপ। ইমাম ভুল করে প্রথম তাশাহহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মুক্তাদী তৃতীয় রাকাআতে ইমাম সাহবের সাথে জামাআতে অংশ গ্রহণ করল,তা'হলে ইমামের অনুসরণে তার জন্য সহু সিজদা জরুরী। কারণ ইমাম তখনও নামায শেষ করেননি।

৪. ইমামের এমন ভুল হলো যাতে সালাম ফিরার পর সহু সিজদা ওয়াজিব হয়,এ ক্ষেত্রে মাসবুক মুক্তাদীর (পরে জামাতে অংশ গ্রহণকারীর) জন্য রয়েছে দু'টি অবস্থাঃ

ক) মুক্তাদী যদি নামাযে ইমামের ভুল পেয়ে থাকে তা'হলে তার নিজের নামায পূরণ করার পর তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা সে যদি ইমামের অনুসরণ করে তার সাথে সালাম ফিরে দেয়,তারপর সহু সিজদা করে তা'হলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে ইচ্ছাকৃত নামায পূরণ করার পূর্বে সালাম ফিরে দিয়েছে। আর নামায পূরণ করার পূর্বে ইচ্ছা করে সালাম ফিরা নামায ও সিজদার কারণকে বাতিল করে। কেননা ইমামের নামাযে ঘাটিত ভুল মাসবুক মুক্তাদীর নামাযে ভুল বলে বিবেচিত হবে। এই অবস্থার উদাহরণ, ইমাম ভুল করে তৃতীয় রাকাআতে

একটি রুকু অতিরিক্ত করল, আর মুক্তাদী ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাআত পেয়েছে, তা'হলে ঐ মুক্তাদীর জন্য সহু সিজদা জরুরী তার নামায পূরণ করার পর। কারণ ইমামের নামাযে ঘটিত ভুল মুক্তাদীর নামাযে ভুল বিবেচিত হবে।

খ) মাসবুক মুক্তাদী যদি নামাযে ইমাম সাহেবের সাথে ভুল না পেয়ে থাকে তা'হলে এ অবস্থায় তার জন্য সহু সিজদা জরুরী নয়। কেননা সহু সিজদা সালামের পরে হওয়ার কারণে ইমামের অনুসরণ তার জন্য সম্ভব নয়। এ ছাড়া সে নামাযের এমন অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করেছে যে অবস্থায় কোন সহু সিজদা নেই। এ অবস্থার উদাহরণ, ইমাম যদি ভুল করে প্রথম রাকাআতে একটি রুকু বেশী করে আর মাসবুক মুক্তাদী ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাআতে যোগ দেয় তা'হলে তার জন্য সহু সিজদা জরুরী নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে অনুসরণ সম্ভব নয়। কেননা সে নামাযে এমন অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করেছে যে অবস্থায় সহু সিজদা নেই।

৫. মাসবুক মুক্তাদী যদি ভুল করে ইমাম ভুল না করে এবং তার ঐ ভুল ইমামের সাথে নামায পড়া অবস্থায় হোক অথবা একাকী অবস্থায় হোক তা'হলে এ ক্ষেত্রে তার নিজ নামায পূরণ করার পর ঘটিত ভুল সংশোধনের উদ্দ্যেশ্য সহু সিজদা জরুরী। এ ক্ষেত্রে তার সহু সিজদা ইমামের বিরোধিতা হবে না। কারণ সে ইমামের দায়িত্ব থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। এর উদাহরণ যেমন, মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকাআতে ইমামের সাথে জামাআতে প্রবেশ করল এবং দু'সিজদার মাঝের দুআ (রাব্বিগ ফিরলী) পাঠ করতে ভুলে গেল এবং ইমাম সালাম ফিরলেন তখন মাসবুক মুক্তাদী বাকী রাকাআত পূরণ করবে এবং সালামের পূর্বে সহু সিজদা করবে। কারণ সে ইমামের দায়িত্ব থেকে বিছিন্ন হয়ে গিয়েছে তাই তার দ্বারা ইমামের বিরোধিতা হচ্ছে না।

قوله: سجود السهو لما يبطل عمده واجب.

অর্থাৎ,যা ইচ্ছাকৃত করলে (নামায) বাতিল করে তাতে সহু সিজদা ওয়াজিব। এটি সহু সিজদার নিয়ম, অর্থাৎ এমন কর্ম ইচ্ছাকৃত করা বা বর্জন করা যাতে নামায বাতিল হয়ে যায়, তাতে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে যখন কৃত কর্ম বা বর্জিত কর্মগুলি নামাযের অন্তর্ভুক্ত হবে।(ও ভুলবশতঃ হবে।)

যেমন রুকু, সিজদা ইত্যাদি। এখান থেকে মানুষের কথা বাদ পরে যাচ্ছে যেমন, ইচ্ছা করে কথা বললে নামায বাতিল হবে। আর ভুল করে বললে সহীহ মতানুসারে বাতিল হবে না, এবং তাতে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর এই নিয়ম (নামাযের) রুকন সমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কিন্তু কেবল পার্থক্য হলো (ভুল করে রুকন বাদ পড়ে গেলে) বর্জিত রুকন ও তার পর যা বাকী আছে তা সম্পাদন করা, মুসুল্লী পরের রাকাআতের রুকনের স্থানে পৌছে গেলে পরের রাকাআতটি পূর্বের রাকাআতে স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সহু সিজদা করবে। অনুরূপ কোন ওয়াজিব সমূহ ভুলে বাদ পড়ে গেলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন, নামাযের আটটি ওয়াজিব কর্ম আছে। মুসুল্লী যদি তার মধ্যে কোন একটিকে ইচ্ছা করে বর্জন করে তা'হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তা'হলে তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি শরীয়ত সম্মত কোন কথা উপযুক্ত স্থানে না বলে, যেমন, রুকু অথবা সিজদায় ক্বেরাত করা, তা'হলে তাতে নামায বাতিল হবে না, তার জন্য সহু সিজদা সুন্নত বা প্রয়োজন। যদি ভুল করে কোন সুন্নত কর্ম বর্জন করে তা'হলে তার জন্য সহু সিজদা বৈধ।

قوله: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.

অর্থাৎ যে অবস্থায় সহু সিজদা সালাম ফিরার পূর্বে উত্তম তা বর্জনে (নামায) বাতিল। ভাষ্যকার বলেন,মূল গ্রন্থাকারের এই উক্তিতে দু'টি মাসআলা জানা যাচ্ছেঃ

প্রথম মাসআলাঃ সালামের পূর্বে ও পরে সহু সিজদা ওয়াজিব নয় উত্তম। (সাধারণভাবে) সিজদা সালামের পূর্বে উত্তম। কিন্তু (ইমাম) নামায শেষ করার পূর্বে (ভুল করে) সালাম ফিরে দিলে সালাম ফিরার পরে সহু সিজদা উত্তম। বুখারী মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত,যুলইয়াদাইনের লম্বা হাদীস যা আবু হুরাইরাহ ﵁ বর্ণনা করেছেন,তা দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন,তাতে বলা আছেঃ

فأتم صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم . অর্থাৎ, অতঃপর তিনি তার নামায পূরণ করেন তারপর দু'টি সিজদা করেন ও সালাম ফিরেন। সহু সিজদা সালামের পূর্বে না পরে? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছেঃ

- ইমাম আবু হানীফাহ বলেছেন,সাধারণভাবে সহু সিজদা সালামের পরে হবে।

- ইমাম মালেক বলেছেন, যদি নামাযে কোন কর্ম কম হয়ে যায় তা'হলে সহু সিজদা সালাম ফিরার পূর্বে হবে, যদি কোন অতিরিক্ত কর্ম হয়ে যায় তা'হলে সালাম ফিরার পরে হবে।

- ইমাম শাফেয়ী বলেন, সর্বাবস্থায় সালাম ফিরার পূর্বে হবে।

- ইমাম আহমাদ বলেন, সর্বাবস্থায় সালাম ফিরার পূর্বে হবে কেবল দু'টি অবস্থায় (দু'রকম বিধান)ঃ

১. নামায সম্পূর্ণ করার পূর্বে ইমাম ভুল করে সালাম ফিরলে।

২. ইমাম যখন তার নামাযে সন্দেহ করবে। এ ক্ষেত্রে আমরা বলেছি, দৃঢ় ধারণার উপর ভিত্তি করবে এবং সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে।

* শাইখুল ইসলাম (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ) বলেছেন, নামাযে কম-বেশী, নিশ্চিত সন্দেহ এবং অনিশ্চিত সন্দেহের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পার্থক্যকারী কথা হচ্ছে যে, নামাযে ঘাটতির জন্য সহু সিজদা হবে সালামের পূর্বে। কেননা সেটি ক্ষতিপূরক যাতে নামায সম্পূর্ণ হবে। আর যদি বেশী হয় তা'হলে হবে সিজদার পরে। কারণ সেটি শয়তানের জন্য আঘাত। এছাড়া যাতে দু'টি অতিরিক্ত কর্ম নামাযের মধ্যে একত্রিত না হয়। অনুরূপ যখন সন্দেহ অনিশ্চিত হবে তখন সিজদা হবে সালামের পরে। কিন্তু মুসল্লী যখন সন্দেহ করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না তখন যেটির উপর ইয়াকীন হবে তার উপর আমল করবে। শরীয়তে যে অবস্থায় সহু সিজদা সালামের পূর্বে করতে বলা হয়েছে সে অবস্থায় সালামের পূর্বে করা ওয়াজিব। আর যে অবস্থায় সহু সিজদা সালামের পরে করতে বলা হয়েছে সে অবস্থায় সালামের পরে করা ওয়াজিব।

* শায়েখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন (রাহঃ) সহু সিজদার রিসালায় বলেন, সহু সিজদা কখনো সালামের পূর্বে হবে আবার কখনো সালামের পরে হবে।

প্রথমতঃ দু'স্থানে সালামের পূর্বে হবেঃ

ক) যদি (নামাযে কোন কিছু) কম হয়ে যায় তা'হলে সহু সিজদা সালাম ফিরার পূর্বে হবে। এর দলীল আব্দুল্লাহ বিন বুহাইনাহ ﷺ এর বর্ণিত হাদীসঃ

নাবী ﷺ যখন প্রথম তাশাহহুদ ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

খ) মুসুল্লী যখন সন্দেহ করবে এবং দু'দিকের মধ্যে কোন দিক অগ্রাধিকার দিতে অক্ষম হবে, তখন সালাম ফিরার পূর্বে হবে।

* এর দলীল, আবু সাঈদ খুদরী ﷺ এর হাদীস, যে ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহ পোষণ করল। তিন রাকাআত পড়ল না চার রাকাআত জানতে পারল না। তার জন্য নবী ﷺ এর আদেশ, সে যেন সালাম ফিরার পূর্বে দু'টি সিজদা করে। (মুসলিম)

২. দুটি স্থানে সালাম ফিরার পরে সহু সিজদাঃ

ক) সহু সিজদা যখন (কোন কর্ম) অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে হবে, তখন সালাম ফিরার পরে হবে। এর দলীল, ইবনে মাসউদ ﷺ এর হাদীসঃ নবী ﷺ যখন যোহরের নামায পাঁচ রাকাআত পড়েন। অতঃপর সাহাবাগণ তাঁকে সালাম ফিরার পর স্মরণ করিয়ে দেন, অতঃপর তিনি দু'টি সিজদা করেন এবং সালাম ফিরেন। (বুখারী, মুসলিম)

(এখানে তার সহু সিজদা সালামের পরে ছিল ঠিক,) কিন্তু নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নয় যে সালাম ফিরার পূর্বে জানলে এখানে নবী ﷺ কি করতেন। কারণ তিনি ﷺ নামাযে অতিরিক্ত পঞ্চম রাকাআত জানতে পারেননি, জানতে পারেন নামাযে সালাম ফিরার পর। সুতরাং বর্ণনাটি আম (সাধারণ হুকুম)। তাই এর ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে নামাযে অতিরিক্ত কিছু হয়ে গেলে সহু সিজদা হবে সালামের পর, যদিও তা জানা যায় নামাযে সালাম ফিরার পূর্বে অথবা পরে।

খ) সহু সিজদা যখন সন্দেহের কারণে হবে এবং দু'দিকের মধ্যে এক দিক অগ্রাধিকার পাবে তখন সহু সিজদা সালাম ফিরার পরে হবে। এর দলীল ইবনে মাসউদের হাদীস, "যে ব্যক্তি তার নামাযে সন্দেহ করবে তার জন্য নবী ﷺ এর আদেশ, সে যেন সঠিকটা অনুসন্ধান করে এবং তার ভিত্তিতে নামায পূরণ করে সালাম ফিরে ও সহু সিজদা করে (সালাম ফিরে)। (বুখারী মুসলিম)

দু'টি ভুল একত্রিত হলে তার মধ্যে একটির সহু সিজদার স্থল সালাম ফিরার পূর্বে অপরটির সালাম ফিরার পরে তাহলে কি করবে? এ ব্যাপারে আলেমগণ বলেন,সালামের পূর্বে অবস্থাটি অগ্রাধিকার পাবে,সালাম ফিরার পূর্বে দু'টি সিজদা করবে (এবং সালাম ফিরবে।) এর উদাহরণ যেমন, এক ব্যক্তি যোহরের নামায পড়ছে, অতঃপর প্রথম তাশাহহুদের জন্য না বসে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছে,তারপর তৃতীয় রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআত ধারণা করে (তাশাহহুদে) বসেছে, তারপর স্মরণ হয়েছে যে সেটি তৃতীয় রাকাআত,এ ক্ষেত্রে উঠে আর এক রাকাআত পড়বে এবং সহু সিজদা করবে তারপর সালাম ফিরবে। সে এখানে প্রথম তাশাহহুদ বর্জন করেছে যা নামাযের কর্ম হ্রাস, আর তৃতীয় রাকাআতে বসা যা নামাযের অতিরিক্ত কর্ম বলে বিবেচিত।

আল্লাহই ভাল জানেন,অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হচ্ছে যা শাইখুল ইসলাম এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ

যে সহু সিজদার স্থান সালাম ফিরার পূর্বে তা বর্জন করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে,আর যে সহু সিজদার স্থান সালাম ফিরার পর তা বর্জন করলে নামায বাতিল হবে না। এর দু'টি কারণঃ

১. যে সহু সিজদা সালামের পূর্বে তা আসলে নামাযের ভিতরে বা মধ্যে। আর যে সহু সিজদা সালাম ফিরার পরে তা হচ্ছে নামাযের জন্য, (তার অংশ নয়)। যা দ্বারা নামায বাতিল হবে তা হচ্ছে নামাযের মধ্যে কোন ওয়াজিব ইচ্ছাকৃত বর্জন করা। কিন্তু নামাযের জন্য যে ওয়াজিব (নামাযের মধ্যে নয়) তা ইচ্ছাকৃত বর্জনে নামায বাতিল হবে না। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, যদি ইচ্ছা করে প্রথম তাশাহহুদ বর্জন করা হয় তা'হলে নামায বাতিল, কেননা সেটি নামাযের মধ্যে একটি ওয়াজিব, তবে কেউ যদি জামাআত বর্জন করে তা'হলে নামায বাতিল হবে না, কারণ অনেক আলেমের কথা মত জামাআত নামাযের জন্য ওয়াজিব তার ভিতরে (বা অংশ) নয়। ইনশাআল্লাহ এর বর্ণনা পরে বিস্তারিত আসবে।

২. এ জন্য যে সালামের পরে সহু সিজদা ইবাদতের জন্য ক্ষতিপূরক। সেটি নামাযের বাইরে। সুতরাং তা বর্জনে নামায বাতিল হবে না। অপর দিকে যে

সহু সিজদা সালাম ফিরার পূর্বে তা বর্জনে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সেটি নামাযের ভিতরের অন্যান্য ওয়াজিবের মত একটি ওয়াজিব।

قوله: فقط.

অর্থাৎ (কেবল)।

লেখক (কেবল) শব্দ দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে সহু সিজদার স্থান কেবল সালাম ফিরার পরে মুসুল্লী তা ইচ্ছাকৃত বর্জন করলে নামায বাতিল হবে না। কারণ লেখক নামায বাতিল হওয়াটা কেবল ঐ সহু সিজদা বর্জনের জন্য খাস করেছেন যার স্থান সালামের পূর্বে।

قوله: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.

অর্থাৎ,যদি (সহু সিজদা) ভুলে যায়,সালাম ফিরে দেয়,তা'হলে সহু সিজদা করবে যদি অল্প সময়ের মধ্যে হয়। এই মাসাআলাটি সহু সিজদা ভুলে যাওয়া সম্পর্কীয়, যেমন মুসুল্লী প্রথম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গিয়ে সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা করতে ভুলে গেল এবং সালাম ফিরে দিল। এ অবস্থায় লেখক মনে করেন, তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব,যদিও তা সালামের পরে হোক, তবে শর্ত হচ্ছে সময়ের ব্যবধান যেন লম্বা না হয়। তবে ইবনে কুদামা অন্য শর্ত সংযোজন করেন, তা'হলো সে যেন মাসজিদের মধ্যে থাকে। এর দু'টি কারণঃ ১. কেননা মাসজিদ হচ্ছে নামাযের স্থান সুতরাং মাসজিদে থাকাবস্থায় সময় গ্রহণ যোগ্য হবে।

২. কেননা নবী ﷺ কথা বলার ও সালাম ফিরার পর সিজদা করেন,যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যদি সময়ের ব্যবধান লম্বা হয়ে যায় অথবা মাসজিদ থেকে মুসুল্লী বেরিয়ে যায়, তা'হলে লেখক সহু সিজদা করতে হবে বলে মনে করেন না বরং তা তার দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যাবে। এটি কয়েকটি কারণেঃ

১. এটি নামাযের অভ্যন্তরীণ ওয়াজিব নয়, সহু সিজদা ভুলে গিয়ে সালাম ফিরার কারণে তার জন্য অবস্থাটি সালাম ফিরার পর হয়ে যাচ্ছে। আর সালাম ফিরার পর সহু সিজদাটি নামাযের জন্য, নামাযের মধ্যে নয়।

২. সহু সিজদা পূর্ণ আলাদা নামায নয় যে, যখনি তা স্মরণ হবে তখনি আদায় করতে হবে।

৩. সহু সিজদা ইবাদতের জন্য ক্ষতিপূরক, যেমন হজ্জেও ক্ষতিপূরক হয়, তা বাদ পরে গেলে নামায বাতিল হবে না।

তবে শাইখুল ইসলাম মনে করেন যে ব্যক্তি সহু সিজদা ভুলে যাবে তার যখন স্মরণ হবে তখন সিজদা করে নিবে, যদিও সময়ের ব্যবধান লম্বা হয়ে যায় অথবা মাসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, কারণ সেটি ঘটিত কর্ম বা হ্রাসের পরিপূরক। সুতরাং যখনই তা স্মরণ হবে তখনই তা সিজদা দ্বারা পূরণ করবে।

আল-াহই ভাল জানেন,অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত হচ্ছে যা লেখক উলে-খ করেছেন। অর্থাৎ যদি সময়ের ব্যবধান কম হয় তা'হলে সহু সিজদা করবে, লম্বা হয়ে গেলে রহিত হয়ে যাবে।

قوله: ومن سها مراراً كفاه سجدتان.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কয়েকবার ভুল করবে তার জন্য দু'টি সিজদা যথেষ্ট হবে। এটি সহু সিজদার শেষ মাসআলা। যে (মুসুল্লী) তার নামাযে কয়েকবার ভুল করেছে, যেমন একই নামাযে প্রথম তাশাহুদ ভুলে যাওয়া, অতিরিক্ত রুকু করা, সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলতে ভুলে যাওয়া। এ অবস্থায় সমস্ত ভুলের জন্য কেবল দু'টি সিজদা করবে। এর দলীল যেমনঃ

১. কেননা নবী ﷺ ভুল করেন, সালাম ফিরেন, সালাম ফিরার পর কথা বলেন, এবং তার জন্য কেবল একবার সিজদা করেন,একথা যেমন যুল ইয়াদাইনের ঘটনায় বিদ্যামান।

২. নবী ﷺ এর বাণীঃ إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে গেলে দু'টি সিজদা করবে। (মুসলিম) হাদীসটি দু'স্থানের ভুলকে এবং অধিক স্থানের ভুলকে শামিল করবে।

৩. ক্ষতিপূরণের জন্য সহু সিজদাকে শারয়ী বিধান ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং তাতে একবার সিজদা যথেষ্ট। কেননা (সিজদা) ওয়াজিবকারী কারণসমূহ একই শ্রেণীর, যেমন কয়েকটি কারণে ওযু ভঙ্গ হলে তাতে কেবল একবার ওযু যথেষ্ট।

৪. এই জন্য যে, সহু সিজদা (নামাযের) শেষ দিকে নির্ধারণ করা হয়েছে, হয় সালাম ফিরার পূর্বে না হয় সালাম ফিরার পরে। যদি প্রতিটি ভুলের

কারণে সিজদা করতে হত তা'হলে তা প্রতিটি ভুলের পর হত। এটিই হচ্ছে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত ইনশাআল্লাহ।

অন্যরা বলেন, প্রতিটি ভুলের জন্য দু'টি সিজদা, এই হাদীস তাদের দলীলঃ

لكل سهو سجدتان بعد السلام. (أبو داود بسند حسن)

অর্থাৎ, প্রতিটি ত্রুটির জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা। (আবুদাউদ উত্তম সানাদে) কিছু আলেম হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। এমতটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয়। হাদীসটি সহীহ ধরলেও তাদের মত এভাবে খন্ডন করা যায় যে, হাদীসটির অর্থ এরূপঃ অর্থাৎ ত্রুটিকৃত সকল নামাযে দু'টি সিজদা দেয়ার বিধান আছে। কারণ "সহু" ইসম জিনস এটি বুঝা যাচ্ছে (بعد السلام) "সালামের পর" এই বাক্য থেকে, সেই জন্য সালামের পর দু'বার সহু সিজদা জরুরী নয়। তার সঙ্গে ইমাম তাইমিয়াহ ও নওয়াবী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

মাসআলা

যখন সহু সিজদার দু'টি কারণ একত্রিত হবে, তার মধ্যে একটি সালামের পূর্বে অপরটি সালামের পর, তখন সহু সিজদা কখন হবে?

উত্তরঃ কতিপয় উলামা অধিক সংখ্যাকে প্রাধাণ্য বা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যদি সালাম ফিরার পর সিজদার কারণ অধিক হয় তা'হলে সহু সিজদা সালাম ফিরার পর হবে। যেমন প্রথম তাশাহহুদ ভুলে যাওয়া, সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ভুলে যাওয়া এবং এক রাকাআত বেশী পড়া। প্রথম তাশাহহুদ ভুলা ও সুবহানা রাব্বিয়াল আলা ভুলে যাওয়ার চাহিদা সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা এটির সংখ্যা দুই। আর যে কারণে সালাম ফিরার পরে সিজদা করতে হয় তার সংখ্যা এক। সুতরাং দু'সংখ্যা জয়ী হবে বা অগ্রাধিকার পাবে এক সংখ্যার উপর। আবার কেউ (কোন শর্ত ছাড়া) সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ সেটি নামাযের মধ্যে। আর সালাম ফিরার পর সহু সিজদা নামাযের জন্য যা নামাযের বাইরে। নামাযের মধ্যেকার কর্ম নামাযের বাইরের কর্মের উপর

অগ্রাধিকার পাবে। এটিই হচ্ছে সঠিকতার কাছা-কাছি। আল্লাহই ভাল জানেন।

সহু সিজদার সারমর্ম

১. (السهو في الشيء تركه من غير علم، والسهو عن الشيء تركه مع العلم.) আসসাহু ফিশশাই, এর অর্থ কোন বস্তুকে না জেনে বর্জন করা। আস্সাহু "আনিশশাই, এর অর্থ কোন বস্তুকে জেনে-শুনে বর্জন করা। السهو، النسيان، الغفلة (সহু,নিসইয়ান,গাফলাহ) এ গুলো সব প্রতিশব্দ, এর অর্থ, জানা তথ্য অন্তর থেকে বিলুপ্ত হওয়া।

২. সহু সিজদার সংজ্ঞাঃ দু'টি সিজদা মুসুল্লী যা তার নামাযের ত্রুটির জন্য করে থাকে।

৩. সহু সিজদার হিকমতঃ

ক) শয়তানের চাবুক ।

খ) নামাযের ক্ষতি পূরণ।

গ) আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ঘ) আনুগত্য করণ।

নাবী (ﷺ) এর সহুর (ভুলের) হিকমতঃ

ক) তার মানুষ হওয়ার প্রমাণ।

খ) দ্বীন পরিপূর্ণতার মাধ্যমে তাঁর উম্মতের উপর আল্লাহর নিয়ামত পূরণ করণ।

৪. সহু সিজদার তিনটি কারণঃ

ক) অতিরিক্ত কর্ম।

খ) ঘাটতি কর্ম ।

গ) সন্দেহ। এ তিনটি আচরণ ঘটে গেলে সহু সিজদা করতে হবে। আর যদি ইচ্ছা করে হয় তা'হলে তার কোন বিধান নেই, তাতে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ফরয ও নফল নামাযে সহু সিজদা শারয়ী বিধান সম্মত। জানাযা নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর এবং অন্তরে জাগরিত কথার জন্য সহু সিজদা নেই।

৬. প্রথম কারণ অতিরিক্ত কর্ম ঃ নামাযে অতিরিক্ত কর্ম দু'ভাগে বিভক্তঃ স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়। স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কর্ম নামাযকে বাতিল করে। আর ভুলে হয়ে গেলে তা দু'প্রকারঃ

ক) অতিরিক্ত কর্ম যা নামাযের কর্ম সমূহের মধ্যে। যেমন রুকু অথবা সিজদা অথবা কিয়াম বা দাঁড়ানো ইত্যাদি। এর বিধান হচ্ছে যে ঐ অতিরিক্ত কর্ম করা কালীন জানতে পারলে সে অবস্থায় তা বর্জন করবে, নামায পূরণ করবে এবং সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে ও সালাম ফিরবে। যদি সালাম ফিরার পর জানতে পারে তা'হলে সহু সিজদা করবে ও সালাম ফিরবে এতে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

খ) এমন অতিরিক্ত কর্ম যা নামাযের কর্ম সমূহের মধ্যে নয়। এর বিধান হচ্ছে যে, এগুলো যদি অধিক ও ধারাবাহিকভাবে হয় এবং অকারণে ও কল্যাণ ছাড়া হয় তা'হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কারণে বা কল্যাণ সাধনের জন্য হয় তা'হলে বাতিল হবে না। যুলইয়াদাইনের ঘটনা এর প্রমাণ। অনুরূপ যদি ঐ কর্ম সমূহ কম হয় অথবা ধারাবাহিক ভাবে না হয় অথবা কোন প্রয়োজনে হয় তা'হলে বাতিল হবে না।

৭) সফর কালে কসরের নামাযে অথবা রাত্রের দু'দু রাকাআতের নামাযে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো কালে স্মরণ হলে তার জন্য বসে যাওয়া ওয়াজিব। তারপর সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে।

৮) যখন সংশোধন করণে দু'জন সিক্বাহ (নির্ভর যোগ্য ব্যক্তি) সুবহানাল্লাহ বলবে তখন ইমাম যদি নিজ সঠিকতার উপর দৃঢ় হয়,ঐ দু'জনকে ভুল মনে করে তাহলে তাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করবে না। এর উপর ভিত্তি করে পাঁচটি অবস্থায় ইমামকে তাদের কথায় প্রত্যার্বতন করা জরুরী নয়ঃ

ক) যখন নিজ সঠিকতার উপর আস্থাবান হবে।

খ) যখন কেবল একজনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হবে।

গ) যখন দু'জন ফাসেক্ব ব্যক্তি সতর্ক করবে।

ঘ) যখন সতর্ককারিগণ পরস্পর বিরোধী হবে।

ঙ) যখন তার প্রত্যাবর্তন ঘাটতি পূরণের জন্য হবে তখন তিনটি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা জরুরী হবে।

- যখন দু'জন সতর্ককারীকে দৃঢ়ভাবে সঠিক মনে করবে।
- যখন তাদের সঠিকতার উপর অধিক ধারণা হবে।
-যখন দু'দিক সমান হবে।

৯. বাড়তি কর্মকারী ইমামের যারা অনুসারী তাদের অবস্থা চারটিঃ

ক) যদি তারা মনে করে ইমাম সঠিক (ভুল করেনি), এর ভিত্তি ইমামের অনুসরণ করলে তাদের নামায শুদ্ধ।

খ) যদি তারা জানে যে ইমাম ভুল করছে, এরপর জেনে শুনে তার অনুসরণ করলে তাদের নামায বাতিল।

গ) যদি তারা মনে করে ইমাম ভুল করছে, এরপরে ভুলে অথবা অজ্ঞাতবশতঃ ইমামের অনুসরণ করে তা'হলে তাদের নামায শুদ্ধ।

ঘ) যদি তারা ইমামের অনুসরণ বর্জন করে তা'হলে তাদের নামায শুদ্ধ।

১০. অতিরিক্ত কর্ম করতে যাওয়া ইমামকে মুক্তাদী এবং মুক্তাদী নয় এমন ব্যক্তির সতর্ক করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2)

অর্থ,তোমরা সহযোগিতা কর তাকওয়া ও সৎ কর্মে,পাপ এবং শত্রুতার কর্মে সহযোগিতা করো না। (মায়েদাহ,২)

রাসূল ﷺ এর হাদীসঃ (إذا نسيت فذكروني) والأمر للوجوب. অর্থাৎ, আমি যখন ভুলে যাব তখন আমাকে তোমরা স্মরণ করিয়ে দিবে।(আদেশ সূচক বাক্য ওয়াজিব।

১১. নামাযে দ্বিতীয় বাড়তি বিষয়, সেটি হলো (কথা), এটি তিন প্রকারঃ

ক) এমন অতিরিক্ত কথা যাতে নামায বাতিল হবে না এবং তার জন্য সহু সিজদা করতে হবে। সেটি হচ্ছে অযথা স্থানে বৈধ কথা। যেমন রুকু সিজদায় ক্বিরাত করা। এ অবস্থায় নামায বাতিল হবে না, তবে তার জন্য সহু সিজদা করা শরীয়ত সম্মত কিন্তু ওয়াজিব নয়। কারণ ঐ বর্ধিত কথা নামাযের কর্ম সমূহের মধ্যে।

খ) এমন কথা যাতে নামায বাতিল হয়ে যায়ঃ

- নামায পূরণ করার পূর্বে যখন ইচ্ছা করে সালাম ফিরবে।
–নামায পূরণ করার পূর্বে ভুল করে সালাম ফিরলে এবং সময়ের ব্যবধান লম্বা হয়ে গেলে।
- নামায পূরণ করার পূর্বে ভুল করে সালাম ফিরলে এবং অযু ভঙ্গ হয়ে গেলে।
- নামাযের মধ্যে হা-হা করে হাসলে।
গ) এমন বাড়তি কথা যাতে নামায বাতিল হয় না এবং সহু সিজদার প্রয়োজন হয় না। যেমন, নামাযের স্বার্থে কথা অথবা নামাযের স্বার্থ ব্যতীত কথা বলা। যেমন,অজ্ঞাতসারে ও ভুলে কথা,ফুঁকমারা,আল্লাহর ভয়ে কান্না,গলা খাঁকার,হাঁচি এবং হাঁইতুলা ইত্যাদি।এর দলীল,মুআবিয়াহ বিন হাকাম এবং যুইলইয়াদাইনের বর্ণিত হাদীস। ইচ্ছা করে কম-বেশী পানাহার ফরয ও নফল নামায বাতিল করে। অজ্ঞাতবশতঃ ও ভুলে পানাহার করলে ঐ নামায বাতিল হবে না দলীল আল্লাহর বাণীঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة : 286)

অর্থ, হে আমাদের রব যদি আমরা ভুল করি অথবা ভুলে যাই তা'হলে তার জন্য আমাদেরকে ধরো না। (এর উত্তরে আল্লাহ বলেন, তোমাদের দরখাস্ত কবুল হলো।) এই জন্য ভুল করে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হবে না। অথচ পানাহার ত্যাগ করা রোযার স্তম্ভ ও আসল রুকন।
সহু সিজদার বিধানে আলেমগণের মতভেদঃ
১.ইমাম শাফেয়ী মনে করেন সহু সিজদা সুন্নাত।
২. ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম মালেক মনে করেন ঘাটতি অবস্থায় সহু সিজদা ওয়াজিব।
৩. ইমাম আহমাদ কম-বেশী সর্বাবস্থায় ওয়াজিব মনে করেন। তবে মুসুল্লী ভুল করে কোন শারয়ী কথা অযথা স্থানে বলে ফেললে সহু সিজদা সুন্নাত। আর মুসুল্লী যখন নামাযের কোন সুন্নাত বর্জন করবে তখন সহু সিজদা বৈধ হবে।
১৪. সহু সিজদার দ্বিতীয় কারণ (নামাযে) হ্রাস। নামাযে হ্রাস বা ঘাটতি অবস্থার তিন প্রকারঃ

ক) রুকন ঘাটতিঃ এর নিয়ম হচ্ছে, মুসুল্লী হয় তা সালামের পূর্বে স্মরণ করবে অথবা পরে, যদি সালামের পূর্বে স্মরণ হয় এবং পরের রাকাআতে ঐ রুকনের স্থানে পৌছবার আগে হয়,তা'হলে এ অবস্থায় মুসুল্লীর প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব হবে। তারপর তার নামায পূরণ করবে এবং সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে। আর যদি তারপরের রাকাআতে বর্জিত রুকনের স্থানে পৌছে গিয়ে থাকে তা'হলে পরের রাকাআতটি পূর্বের রাকাআতের স্থলাভিষিক্ত হবে। কারণ রুকন বর্জিত রাকাআতটি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে। আর যদি সালাম ফিরার পর স্মরণ হয় তা'হলে বর্জিত রুকনে ফিরে এসে তা আদায় করবে এবং পরের কর্মগুলো পুনরায় আদায় করবে। কারণ বর্জিত রুকনের পূর্বে কর্ম গুলো নিজস্থানে সহীহ ও যথেষ্ট, তা বাতিল হওয়ার ও পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এরপর সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে।

২. ওয়াজিব সমূহে ঘাটতিঃ এর তিনটি অবস্থাঃ

ক) মুসুল্লী যদি বর্জিত ওয়াজিবকে তার নিজ স্থানে পৌছাবার পূর্বে স্মরণ করে। যেমন রুকুর তাসবীহ পাঠকে স্মরণ করল দাঁড়াবার পূর্বে। এ অবস্থায় মুসুল্লীর বর্জিত ওয়াজিবে ফিরে গিয়ে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব। এরপর সালামের পূর্বে সহু সিজদা করবে। কারণ এতে রুকুর রূপ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

খ) যদি মুসুল্লী বর্জিত ওয়াজিবকে তারপরের রুকনের স্থানে পৌছানোর পরে স্মরণ করে, কিন্তু তারপরের কর্ম আরম্ভ না করে থাকে তা'হলে বর্জিত ওয়াজিবে ফিরে যাওয়া মাকরুহ। তবে যদি ফিরে যায় তা'হলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। যেমন তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতের পর প্রথম তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে দাঁড়ানোর পর তখনো সূরা ফাতিহা পাঠ করতে আরম্ভ করেনি।

গ) যদি তারপরের রুকনের স্থানে পৌছানোর পর তারপরের যে কর্ম রয়েছে তা করতে আরম্ভ করে তা'হলে বর্জিত রুকনের ফিরে যাওয়া হারাম। যদি ইচ্ছা করে জেনে শুনে ফিরে যায় তা'হলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে জেনে শুনে ইচ্ছা করে অতিরিক্ত আমল করেছে। যেমন, প্রথম

তাশাহহুদ ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং ফাতিহার তিলাওয়াত আরম্ভ করার পর স্মরণ হলো এ অবস্থায় সালামের পূর্বে সহু সিজদা করবে ।

১৫. সহু সিজদার কারণ সমূহের মধ্যে তৃতীয় কারণঃ সেটি হলো "সন্দেহ" । সন্দেহ দু'প্রকার ।

১- এমন সন্দেহ যার দু'দিকের মধ্যে কোন একদিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয় ।

২- এমন সন্দেহ যার দু'দিকের মধ্যে কোন একদিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত । নামাযে সন্দেহ তিন প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ রাকাআত সংখ্যায় সন্দেহ, এটি দু'অবস্থা থেকে খালি নয় । যদি সন্দেহের দু'দিক সমান হয় তা'হলে কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করবে, কেননা এটি নিশ্চিত, তারপর সালামের পূর্বে সহু সিজদা করবে । আর যদি দু'দিকের মধ্যে কোন একদিক অগ্রাধিকার দেয়ার মত হয় তা'হলে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবে এবং সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ কর্ম ঘাটতিতে সন্দেহ । এটিও দু'অবস্থা থেকে খালি নয়ঃ

১. রুকন বর্জনে সন্দেহ,এক্ষেত্রে যদি দু'দিক সমান হয় তা'হলে যে রুকনে সন্দেহ হচ্ছে সেটি ও তার পরের কর্ম গুলি সম্পাদন করবে ও সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা করবে । আর যদি দু'দিকের মধ্যে কোন এক দিক তার কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার মত হয় তা'হলে সঠিক দিকটা অন্বেষণ করবে এবং তার কাছে যেটি অধিক স্থান পাবে সেটিকে গ্রহণ করবে এবং সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে ।

২. ওয়াজিব বর্জনে সন্দেহঃ এই মাসআলাতে উল্লেখিত রুকনের মাসআলার মত কর্ম করবে । সেটি হচ্ছে রুকনে সন্দেহ এবং তার দু'দিক যদি সমান হওয়া (এটা না, ওটা)? তা'হলে কেবল সালাম ফিরার পূর্বে ওয়াজিব পূরণের জন্য সহু সিজদা করবে । ওয়াজিবের স্থান ছুটে যাওয়ার পর সেদিকে ফিরে গিয়ে তা সম্পাদন করার প্রয়োজন নেই । সহু সিজদা শূন্যস্থানটি পূরণ করবে । আর যদি মুসুল্লীর নিকট দু'দিকের মধ্যে কোন একদিক অগ্রাধিকার পাওয়ার মত মনে হয় তা'হলে সঠিকটা নির্ধারণ করে তার উপর আমল করে সালাম ফিরার পর সহু সিজদা করবে ।

তৃতীয় প্রকারঃ অতিরিক্ত কর্মে সন্দেহ, এর কয়েকটি অবস্থা আছেঃ

১- যখন অতিরিক্ত কর্মে সন্দেহ হবে, অতঃপর অতিরিক্ত কর্মে নিশ্চিত হবে তখন তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে অতিরিক্ত কর্মের জন্য,সন্দেহের জন্য নয়।

২- যখন অতিরিক্ত কর্ম ঘটার সময় সন্দেহ হবে তখন তার জন্য সহু সিজদা ওয়াজিব হবে, এটি নামাযে সন্দেহ পোষণের জন্য।

৩- যখন অতিরিক্ত কর্ম শেষ হওয়ার পর তাতে সন্দেহ হবে তখন তার উপর কোন সিজদা নেই।

১৬. ইমামের সাথে মুক্তাদীর সহু সিজদার কয়েকটি অবস্থা আছেঃ

১-মুক্তাদী ইমামের সাথে নামায আরম্ভ করার পর ইমাম ভুল করলে মুক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব মুক্তাদীও ইমামের সাথে সালামের পূর্বে অথবা সালামের পরে সিজদা করবে।

২- মুক্তাদী ইমামের সাথে নামায আরম্ভ করার পর ভুল করলে তার উপর সহু সিজদা নেই। দলীল নবী ﷺ এর বাণী فلاتختلفوا عليه অর্থাৎ, তোমরা ইমামের বিরোধিতা করে না।

৩- মুক্তাদী মাসবুক (দু'এক রাকাআত পরে জামাআতে অংশ গ্রহণকারী) হলে,এ অবস্থায় ইমাম ভুল করলে তার উপর সালাম ফিরার পূর্বে সহু সিজদা ওয়াজিব হলে মুক্তদীও ইমামের অনুসরণে ইমামের সঙ্গে সিজদা করবে, এটি তার উপর ওয়াজিব।

৪- মুক্তাদী মাসবুক হলে ইমাম ভুল করলে তার উপর সালাম ফিরার পর সহু সিজদা ওয়াজিব হলে এর দুটি অবস্থাঃ

ক) মুক্তাদী যদি ইমামের সাথে ভুল পেয়ে থাকে তা'হলে তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব, তার নামায পূরণের পর।

খ) মুক্তাদী যদি ইমামের ভুল না পেয়ে থাকে তার উপর সহু সিজদা ওয়াজিব হবে না, কারণ সে ইমামের অনুসরণ এমন সময় আরম্ভ করেছে (জামাআতে এমন সময় অংশ গ্রহণ করেছে) যখন ইমামের ভুল হয়নি,(ভুল হয়েছে তার পূর্বে)।

৫. মুক্তাদী মাসবুক যদি ভুল করে, ইমাম ভুল না করে যদিও তার ভুল ইমামের সাথে অথবা একাকী হোক, তা'হলে ঐ মুক্তাদীর উপর নামাযের

ত্রুটি সংশোধন করার জন্য সহু সিজদা ওয়াজিব হবে। কারণ সে ইমাম থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে, এক্ষেত্রে তার ইমামের বিরোধিতা হচ্ছে না।

১৭. ঐ সকল কর্ম যা ইচ্ছা করে করলে বা বর্জন করলে নামায বাতিল হয়ে যায় যেমন, রুকন ও ওয়াজিব সমূহ। এতে (সহু সিজদার কারণ ঘটলে) সহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

১৮. সহু সিজদার স্থান কখনো সালামের পূর্বে আবার কখনো সালামের পরে। এর বিবরণ নিম্নরূপঃ

১. দু'স্থানে সালামের পূর্বে হবেঃ

- যখন তা ঘাটতির জন্য হবে।
- যখন তা সন্দেহের জন্য হবে এবং দু'দিকের মধ্যে কোন এক দিক তার কাছে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে না।

২. দু'স্থানে সালামের পরে হবেঃ

- যখন তা অতিরিক্ত কর্মের জন্য হবে।
- যখন তা সন্দেহের জন্য হবে এবং দু'দিকের মধ্যে কোন এক দিক তার কাছে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

১৯. মুসুল্লী যখন সহু সিজদা করতে ভুলে যাবে। তবে তা'হবে দু'টি শর্তের উপরঃ

ক) যেন সময়ের ব্যবধান খুব লম্বা না হয়, যদি লম্বা হয়ে যায় তা'হলে সিজদার হুকুম রহিত হয়ে যাবে।

খ) মুসুল্লী যেন মাসজিদ থেকে বের না হয়ে যায়, বের হয়ে গেলে সিজদা রহিত হয়ে যাবে।

গ) মুসুল্লী যখন একই নামাযে বেশ কয়েক বার ভুল করবে তখন নামাযের শেষে সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (ওয়াল্লাহু আ'লাম)

সমাপ্তি

এই ছিল সহু সিজদার ব্যখ্যা ও বর্ণনা যা আল্লাহর দেয়া শক্তিতে লেখতে সক্ষম হয়েছি। এর মধ্যে যা সঠিক তা একক আল্লাহর পক্ষ হতে, তার মধ্যে যা ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে, তা থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ সম্পূর্ণ মুক্ত। এ দ্বারা যেন আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত করেন এবং এই খেদমতটি এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করেন। আল্লাহ যেন আমাদের বদ্ধ অন্তর, বধির কর্ণ এবং অন্ধ নয়ন উন্মুক্ত করেন। আর আমাদেরকে যেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁরা হকের অনুসরণ করে হিদায়াতের পথে চলেন, কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং উত্তম কথার অনুসরণ করেন। আর আমাদের সর্দার নবী ﷺ, তাঁর সাহাবা এবং পরিবারের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

নিজ রবের প্রতি মুখাপেক্ষী
সাঈদ বিন সাঈদ আল হাজরী
আবহা আলে আল-গালীয
২৩/৩/১৪২৩ হিঃ